

হাক রিংমা

কুমুদ রঞ্জন দেববর্মা



21/5/10
761
11/8/10

অম্মান প্রকাশনী, বনমালীপুর, আগরতলা

-----PUBLIC LIBRARY,
R. R. R. L. F. NO. -----
R. R. NO. (R. R. R. L. F. / G. R. R. L. F.) -----

63164

72836

COLLECTION OF SELECTED POEMS

HACHUK RINGMA

By

Kumud Ranjan Debbarma.

Krishnanagar, Agartala

কারিনাই

কল্যাণী দেববর্মা

কৃষ্ণনগর, আগরতলা ।

৪৭১ - ১৭১
↓
২১

পুইলা করিমা : বইমেলা, ১৯৯৫ইং আগরতলা

প্রচ্ছদ

: শক্তি হালদার

ছাপকনাই

• অগ্নান প্রিন্টার্স, বনমালীপুর,

(লালবাহাদুর চৌমুহনী আগরতলা

মূল্য

: কুড়ি টাকা

অচিন লাংমানি লামা হাচে কুচুক
মালমা'হাই ককয় মকয় দিবুক
জেনি সাকতারমা বায়
যতায়মানখা লাই
অ কল্যাণী দেববর্মা
য়াফারখা

হাচুক ঝিংমা
সৌয়নাই কুমুদ রঞ্জন দেববর্মা

আনি ককলব রগ-ন কপি খোলাই রিনাই
সঙ্ঘ্যারাম দেববর্মা-ন
জানগা' আনি থানি হামবায়

হাচুক রিংমা

লাইরেম :—

লাইরেম :—

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ১) হাচুক হা আমা রিংমা | ১৮) থরান |
| ২) হাচুক বাঁসাজুক | ১৯) সাব নীঙ |
| ৩) ককবরক আমা | ২০) নীঙ জত'নি |
| ৪) মতাই গড়িয়া ফায় | ২১) তাঙচানাইমা |
| ৫) নায়তুকদি আন' | ২২) বলঙ কাব' |
| ৬) আনি রুচামুঙ | ২৩) তাঙলা জরা |
| ৭) বাচুই কতর রিংমা | ২৪) তাল শ্রাবন |
| ৮) আনি রুচামুঙ | ২৫) হা ত্রিপুরা |
| ৯) নীঙ ফায়মা | ২৬) থুঙমুঙ |
| ১০) ব ফাইলিয়া | ২৭) রাজানি অসা চিনি মামিষ্ঠা |
| ১১) শহীদ কুমারী রূপশ্রী মধুতী | ২৮) থাংমায়া |
| ১২) থানানি বাহাঠ | ২৯) লাংমানি ছক থানসা |

গায়রিং

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ১৩) কিসানি কীবাংগ | ৩০) বাঁথা বুর' থাং |
| ১৪) হর কাবমা | ৩১) চিনি মাল |
| ১৫) মতাই দে অডেনাই | ৩২) লাংমা অঙথু |
| ১৬) সাব' থাং | ৩৩) মামিষ্ঠা অসা |
| ১৭) সাচেলাং | ৩৪) ককতুন |

ହାତୁକ ହା ଆମା ରିଂମା

ହାତୁକ ହା ଆମା ରିଂଗ ଚାଉ-ନ

ଧା ଚଂପେବେଂ ଧରାଓବାୟ

ଅ ନଧା ତଳାଅ ଜେର ଜେ ତଡ଼ନାହି

ନବଗ ଫାୟ—ଫାୟ—ଫାୟ

ଫାୟଦି ନଧା ତଲାନି ବରକ ବେବାଗାହି

ଗାବିଂ ଧା-ଧାନସା କତର ତାଢ଼ଳାୟଡ଼ିହି ।

ଧା କୀଚାଂ କକ ନାକସା ଅଢ଼ଳାୟଡ଼ିହି ।

ଲାଂମାନି ଛକ ତାଢ଼ଳାୟନାହି ।

କ୍ରନ୍ତପ ଚାମା, ମାନଧାହି ସେପଲେମା

ନାତକ ପିତକ ମେଲେଂ ଜାକ୍ମା

ଧାମାନି ଧାକଂ କୁଡ଼ି ଡାହିସାହି

ହାମଜାମା ଗୋଚାଲୀଟ ପିନନାହି

ଧାମୁଢ଼ ସିତବା, ହାମୟା ତଡ଼ମୁଢ଼ର ।

ବୁଲାୟ ତଗଲାୟ, ଚୁକଲି ରିମୁଢ଼,

ହଦା ବାୟ ହଦା ନାୟସେଲେମାବଗ

ହା ସାକାନି ଜାବରା ବାଂରିନାହିଂ

ଧା-ଗନ' ଫାରୀହି ଯାକ କୀବାକ ବାୟ

ଜାଗା ମନାକ କୁବୁଂସାଅ ଋଂଳାହି

ଧାମାନି ହର ସେଲେଂମା ବାୟ

ଋଂଳାୟାନୁ ସକଚାହି ।

ଚାଓ ନଧା କାୟସାନି ତଳା ତଡ଼ଳାହି

ଚିନି ଧା ଫାୟସା ନୁଥୁଂବ କାୟସାହି,

ଚାଓ ହା-ବୁମା କତରାନି ବାସାବଗ ଜତହି

ତାଥୁକ ବୁଧକ ହାଲକ ବାୟ ।

ଧାକାରୀହି ଅଂଢ଼-ଆନି-ଆନି-ଆନି

নীড় নিনি-নিনি-আনি-নিনি
 চিনি-চিনি-চিনি তিনীড়
 মাছেমা সালাই তিনাই
 ফায়দি খা থানসা কক বাকস
 লামানি ছক তাল্লায় ন হ
 তাকুক হা আমা চীড়-ন রিওফ ১
 অ-নরগ, ফাব-ফাব-ফায়

বাংলা অনুবাদ

পাহাড়ীয়া মাটি মা ড ক া য়ে
 হৃদয় বীনার তানে
 গগন তলে বেয়েছে। যে মেহ ২
 এসো-এসো-এসো সবাত ১
 এসো সংহতমনা বঁধি টাঙ্গল
 এসো প্রশান্ত মন সংহত ১
 করি জীবনের জুগ চাষ
 শোণন অধিকার হরণ
 নির্ধাতন ঘুনা নিপীড়ন
 করি তাব মূল্যোৎপাটন
 প্রেমের বীজ বুনি
 কর্ম ভঘন্য—স্বভাব ঘুনা
 মাঝমাঝি হানাহানি প্রবোচন
 জাতিতে জাতিতে ঘুনা
 বাড়ে শুধু স্তম্ভ-আর্বজনা
 নিঙরে ঝেটিয়ে অন্ধকারে তারে
 পুড়িয়ে দেবে মনের ঘুনাব আগুনে ১
 ছাই করে দাও ১

একই আকাশ তলে মোরা বসি বাস
 মোদের এক দেশ এক সংসার,
 মোরা পৃথিবীর ছেলে মেয়ে
 ভাই বোন সম্পর্ক সবার ।
 আমি—তামার—আমার
 তুমি—তোমার—তোমার
 দিয়ে বিসর্জন
 আমাদের—আমাদের বলে
 এসো একমন-এক কথা বলে
 জীবনের জুম চাষ করে যাই
 পাখাড়ীয়া মাটি মা ডাকে ওবে তোরা
 আয়—আয়—আয় ।

—O—

হাচুক বোসাজুক

লামা হাচাম যাকলিক কাউই
 হাচক বোসাজুক থাং ।
 কলমতায় কিসি বিনি বোসাক
 হাচাল হিম ফাংমানি লেংজান
 তীয় রিয়বমা লিলাকমা হ উ
 নায়সিগয়া যাং আয়াং ।
 ইমাং খারাজ্জি মকল মুসুহ
 সাব'নি মালায়মা নায়সিংগীউ
 বীখাঅ খাতাংমা বীকরাং ফেহেলাউ
 বিরনা নায়' বিয়াং ।
 হাচুক বোসাজুক বীখা বগলা
 হাচাম কাউই থাং ।

বিনি রিগনাই কসম মনাক
 গানা আথুন্নিরিরি রারা স্ববজাক
 বলঙ কাঁথারান্‌খাকলাপ রিসা
 বাঁসাক মাঁচাঙজাক ।
 খাজু খুম সামপারি মতম
 নবার কবর খাজাক ।
 ডালুঙ নখালা যাক মুয়া সক বায়
 বন' রিংগ অ নীঙ ফায় ফায়
 লেলাই থাংদি সীরাপসা আচুগাই
 তিলাংদি মুয়া-ব' ফাই ।
 ফিকুংনি লাংগা মুন্নয় সুরাই সাখা
 বিনি উানসুগমা বায় আঙ স্পুঙ থাংকা
 কাঁরাই খা জাগা তায় ।

বাংলা অনুবাদ

পার্বতী

পাহাড়ের সিঁড়ি সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে
 পার্বতী চলেছে ।
 ঘর্ম সিক্ত তনু তার
 দূর পথ ক্লান্ত
 ফলপ্রবাহের মতো ছুটেছে
 কোন দিকে না চেয়ে ।
 তার হরিণ নয়ন স্পর্শ নীল
 কার প্রতীক্ষা রত
 অনুরাগ যেন পাখা মেলে
 কোথা উড়ে যেতে চায় ।

পার্বতী মন উদাসীনি

পাহাড় বেয়ে চলে ।

শাড়ী-কৃষ্ণ কালো পাড়ে

শত-শত তারকা অঁকা

দনানী সবুজ তার বক্ষাবরনী

সৌন্দর্য বিলায় ।

খোপার চাঁপা ফুল গুচ্ছ

লতাস মাতাল করা :

দন অঙ্গন করলসম হাট

ডাকে তারে, আর-আর

বিশ্রাম কবো কিছুক্ষন

করল তুলে নাও ।

তার পৃষ্ঠের লাংগা ঝুড়ি

মুচকি হেসে বসে,

তারই ভাবনার ঝুড়ি ভরা হাট

নাই--নাই--নাই ।

“ককবরক আমা”

অ চিনি ককবরক আমা

নাঙ-ন চিনি লাংমা সিনিমা

নিনি কক বায়-ন চাঙ তাঙগ তাঁইনে

নাঙ-ন চিনি হিমমা লামা ।

চাঙ লুকতাঙলায়’ বলঙ হগাঁই

গায়রিং তঙগাঁই জাছুনি রুচাবাঁই

মুথুরু চেয়ায় ডায়িং খিলি রুই

চাঙ-ন চিনি তঙথকমা ।

চাঙ কায়লায় চালায় নাংলায়

খাতুং খাজা খেই থানসা জতবায়

হাংবাই বুয়সু তের পালায়

চাঅ মায় কাঁতাল মামিতা রুলাই

দিয়াই সুরিই মতাই রুলায়

নিনি কক বায় রুচাবলাই ।

নিনি কক বায়-ন চেয়ায় খনায়

রাংনক থাংগাঁই পরে সাইলায়

এলেম কাঁরাংগাঁই নিনি বুমুঙ ফারলায়

হা-বুই হা থাংবাই ।

নিনি থরাংগ থরাঙ বিউই

তায়মা তায়মা থাং রিয়রাই

নার ফাঙ বেদেগ আচুক তকসা

খানাথক রুচাবলায় ।

নাঙ-ন চিনি তা নখা খর মতাই

নাঙ-ন গানি আবুকতায় হাই

চাঙ যে ফান’ নাঙলে যাকারা

নাজাদি খুলুমা নীঙ আমা ।
 অ রাজজ'নি জত কক ন চিনি কক
 কেব-ন চীঙ এলেগানা থারাই
 নীঙ হায়-ন মান মা রিলাই
 আমা সীক মা মানি নাই
 নিনি খরিঅ আচাই চীঙ
 বংনি মায়া বায় ত তরনাই ।

বাংলা অনুবাদ :—

হে আমাদের মাতা ত্রিপুরী ভাষা
 তুমিই মোদের জীবন পরিচয় ।
 তোমার ভাষায় মোরা কাজ করে বাই
 তুমিই পথ মোদের চলার ।
 আগর্য্য দন কেটে জুম চাষ করি
 টং এ বসে গাই প্রাণের গান
 তুলিয়ে দোলনা শিশুর ঘুম পাড়াই
 ঘুম পাড়ানীয়া গান গেয়ে ।
 বিয়েতে উৎসবে পান ভোজনে
 আমরা মহানন্দে সবাই মিলে
 পৌষ পার্বণে, চৈত্র সংক্রান্তিতে
 মাগিতা উৎসবে নবান্নে
 ধ্যান আরাধনায় দেবতা পূজনে
 গান গেয়ে বাই তোমার ভাষায়
 তোমার ভাষায় ছেলে মেয়েরা
 স্কুলেতে লেখে পড়ে
 দেশ বিদেশে গিয়ে
 তোমার নাম বিলায় ।

তোমার সুরে সুর মিলিয়ে
 ছোট বড় নদীগুলো যায় বয়ে
 কূলের শাস্ত্রী শাখে বসে
 পাখীরা গাহে গান ।
 তুমিই মোদের আকাশ পৃথিবী
 তুমিই মোদের স্বর্গ
 আমরা আবাস গেলেও ছেড়ে
 তুমিই মোদের থাক সাথে
 তুমিই মোদের মাতৃহৃৎ সম
 লহ মোদের প্রণাম ।
 এই ধরণীর সব ভাষাই মোদের ভাষা
 করবো না কারো অরহেলা
 তোমার মতোই দেবো সম্মান
 মানবো মায়ের মতো
 তোমার কোলে জনম নিয়ে
 তাদের কোলে হবো বড় ।



“দুতাই গরিয়া ফায়”

চইতর’ নবার য়াক হুলক বায়

হানি নখালা ফার বাই

রিজাখা নাযথক তুথক খালাই

ফায়জাদি নীঙ অ গরিয়া নতাই

থাঙনা লামানি লাংমা ইমাংগ

হামারি ভীয় মারসাই।

কুমা মানমা লেখামা পাউ

হাময়া চায়া জুনাঅ দাই

বিসি কীচাম নাখা বিদায়

জানগাঁই হান’ হামবায়।

বিসি কীতালনি লামা কীথার তীই

হান’ কাহাম কুরুঙ খোলায়নাই

ফায়জাদি নীঙ অ বাবা গরিয়া

সুরিঅ নন’ ফায়-ফায়।

হাপুঙ হাচুক হাখাইনি বুফাঙ

কানলাই কীতাল রিগনাই কীথারা

ম’চাংলাই তুথখা নন’ লাগনানি

বুফুক নীঙ ফায় হিনলাই।

কুচিমা বুবার বুফাঙ ফুরসাই

মদ্রনি দগা ফিয়গাঁই বারলাই

বউই তনখা নীঙ লেলেনা বাগাঁই

খুম তাগজাক আচুক থাই।

ফায়জাদি নীঙ বাবা গরিয়া

কয়’ হরু নন-খা বায়।

“বাবা গরিয়া এসো”

বাংলা অনুবাদ :—

চৈত্র বাতাসে চঞ্চল হাতে

ঝেটিয়ে ধরণী অঙ্গন

করেছে আনন্দপ্রদ সুশোভন

এসো তুমি ওগো দেবতা গড়িয়া

বাঁচার পথে জীবন স্বপনে

পূণ্য বারি সিঞ্চে ।

দেয়া-নেয়ার হিসেব চুকিয়ে

মন্দ-ছুট যাহা ঝুলি ভরে নিয়ে

গেছে চলে বর্ষ পুরাতন

জানিয়ে ধরনীরে বিদায় সম্ভাষন ।

নববর্ষে পূণ্য পথে

ধরনীর শুভ মঙ্গল প্রদায়ক তুমি

ওগো বাবা গরিয়া করি ধ্যান অনুনয়

তুমি এসো—এসো—এসো ।

পাহাড় পর্বত উপত্যকা তরুদল

পরি নব সবুজের পরিধান

তব অভ্যর্থনা তরে প্রতীক্ষমান ।

মধু ভাণ্ডারের খুলি দ্বার,

প্রস্ফুটিত কুরচি পুষ্প

শুভ্রতায় ঢাকি বৃক্ষ শাখায়

পুষ্পে বোনা আসন খানি

বিছায়ে রেখেছে তব বিশ্রামের তরে ।

এসো তুমি ওগো বাবা গড়িয়া

রাখো অনুরোধ, এসো—এসো—এসো

“ নায়তুকদি আন ”

মতীই সাল ফায়খেই কুব কুবাই

আনি মকলনি চাতি কাঁচাং

অমমরানি বাগাই থাংখে থাই

মনাক বিসিং আনি হামা বাথাগাই

আঙ থাংখে কামাই মুকুমু অঙ গাই

নরগনি বাঁখা দগা থাজাগ

তঙখেই বেজাগাই ।

অ-ম-ন সিরিসিতিনি তমুঙহিনাই

সিজাদি নরগ জতীই ॥

কুমুকু জদি আঙ ফায়’ ফিরগাই

তেউইসা জরানি যাতলিক কা-কাউই

কোথারাং ই হা নখা খোরাংজিজি তলাঅ

নায়তুকদি নরগ আন,

নখা নাংসর’ সর ’ হাচুক কাঁচাং

সিরিং-সোরাং দিপার থিরিং থিরিং জরাঅ

বুকাঙ সামপিলি কাঁচাং বজাগাই

তঙলায়’ বাচাউই,

নবার সিরিপ সিরিপ সিবাই সিবাই

লেংজাক বাঁসাগ খরগ কুঅ মিহিমাই

বাঁখা মায়াগানাং খাতাংমা কাঁচাং

য়াক বায় তুরুক তুরুগাই ।

নরগ নায়তুকদি আন’ :—

হলঙ বেসেরতীই তীয়সা থাংগ রিয়রাই

নার ফাঙ সাকাঅ তকমা আচুক আচুগাই

কাচব লাই তঙখা উানা মা কাঁরাই

খরাঙগ মদু ফুলাই ।

আন' নায়তুকদি হাংরায় সীকনি হর,
আউন সেরমানি বাহায় মতম নবার,
ফুঙনি সাতঙ তুকুজাক নখালাঅ
জাতি সঙদুক বাকসা আচুকগাঁই
খাতুঙ খাজাখেই মুনুয় কাঁরা থুঙলায়াই
আগন চুউান, পিঠা পুলি বাঙগাঁই
তঙথকমা ফেগাঁই দিদাক মিদাগাঁই
চালাই তঙলায়মা জরা নায়থগ' ।

আন' নায়তুকদি আর'অ—

মীতাই চিবাঁরাই নখালা কাঁথার
জাতি হদানি বরকরগ থানসা অঙগাঁই
মীতাই কুলায়মা জরাঅ ।

এবা দিপানিতাইনি জরাঅ

মীতাইমা ত্রিপুরা-সুন্দরীনি
মুনদির নখালাঅ

জাতি দফানি গুমান কাঁরাই থানস
অঙগাঁই

বাঁতাং তাঙগাঁই মীতাই কুলাইনা বাগাঁই
জেনি জার বারি নায়সিংগাঁই
বাচালাই তঙলায়' মীতাই মুঙ নাউই

আর নায়তুকদি আন'
নরগবা আন, নায়তুগাঁই দে মানন'
সিদ' সিদে সিনি ' ॥

বাংলা অনুবাদ

“থুঁজে দেখো আমায়”

সত্যিই যদি এমন দিন আসে
আমার সোখের উজ্জ্বল প্রদীপটি
চীরদিনের মতো নিভে যায়।

অন্ধকার মাঝে অবরুদ্ধ শ্বাস
ছারিয়ে যাই আমি স্মৃতি হয়ে
তোমাদের মনের রুদ্ধদ্বারে
আবদ্ধ হয়ে থাকি।

ওটাই হয়ে থাকে সৃষ্টির নিয়ম
জেনো তোমরা সবাই।

যদি কোন সময় ফিরে আসি আবার
কালের সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে
এই শাশ্বত দেশের নীলাকাশ তলে
খুঁজে কী আমায়?

গগনচক্ষী সুউচ্চ পর্বতে
নির্জন নিস্তব্ধ দুপুরে
গাছগুলো স্নিগ্ধছায়া বিছিয়ে
থাকে দাঁড়িয়ে।

বাতাস ধীরে ধীরে বয়ে বয়ে
শান্ত দেহে মাথায় বুলিয়ে দেয়
মমতার অনুবাহে হাত ধীরে ধীরে।
তোমরা আমায় থুঁজে দেখো যেথায়
যেথায় পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ছোট নদী
নদী বয়ে যায়

কূলে বৃক্ষশাথে পাখী বসে
নিশ্চিন্তে গাহে গান মধু স্বরে ।
আমাকে খুঁজে দেখো—

পৌষ সংক্রান্তির আগ রাতে
পিঠে পুলি ভাজার স্নগন্ধ বাতাসে
আর সকালের রোদোজ্জ্বলে উঠানে
জাতি উপজাতি একসাথে বসে
মহানন্দে ঠাট্টা পরিহাস চলে
পিঠা পুলি বাঙুই আনন্দ মস্ততায়
ভাগ করে খাওয়ার উৎসবে সন্দরতায়
খুঁজে দেখো আনায় ।

—০—

“আণি রুচামুঙ,”

অ রুচামুঙ নরগনি বাগাঁই
থাংগানু আঙ কীলাংগাঁই ।
ছকনি মায়ফাঙ সিকোলা খাতীই
হাচুক কামি নক বুরুম বুরুমাই
মায় বিয়ালনি সামপিলি মনাক
মায়তীক বাকাঅ তঙজাঅ ডালাই
ডাতিই ডাস তঙগাঁই তঙগাঁই
বরক হাবা কারনাই আচুকজাক
এমাং হাময়া ডানসুগলাই ।
নবার কবর মুলুক বুফায়মা বায়

উদক নিমাংগ যাং আয়াং
 আ জয়া উলুঙ উলুঙ গুরিউই
 ফি কুং লাংগা হরুই দা বরক তাঁই
 মুয়া রুতুর্গাই ফাইতে ফাইতে
 জে রুচামুঙ রুচাবখা আঙ
 অ রুচামুঙ নরগনি বাংগাই
 থাংগানু আঙ কীলাংগাই ।
 নক নুখুং বীলাম বীলাম তাঁই
 উর্তাই কীলায় চচ' রর' অঙগাই
 আঙ নক কুনা থাপাগানা আচুর্গাই
 মুয়া বায় মায় রুগতুতুই ।
 তাঁক কুতুগমা খারাঙগ খরাঙ রিউই
 জে রুচামুঙ রুচাব তঙমানি
 থাংগানু আঙ নরগন কালাংগাই ।

— —

বাংলা অনুবাদ

আমার এ গান

আমার এ গান রেখে যাব

তোমাদের তরে ॥

জুম ধান শিশুরা প্রাক যাবনা

গ্রাম পাহাড়ের প্রতি ঘরে ঘরে

অশ্রুভাবের কালো ছায়া

ভাতের হাঁড়ি মাচাংগে চিন্তামগ্ন ।

থেকে থেকে ঝরছে বাদল

কৃষি পরিত্যক্ত মানুষের দল
 বসে রয় দুঃস্বপ্ন ব্যাকুল
 মত্ত বাতাসের অস্থির আঘাতে
 বাঁশবন ছুলছে দোছল এধার ওধার
 এমনি দিনে আমি খুজে ফিরি বাঁশ
 পৃষ্ঠে লাংগা বুড়ি, হাতে দা
 ভাঙতে ভাঙতে বাঁশ করুল
 যে গান গেয়ে যাই
 সেই গান রেখে যাবো আমি
 তোমাদের তরে ।
 চালের ফুটো গলিয়ে
 টুপুর টাপুর জল ঝরে
 আমি গৃহ কোন উনুনের পাশে
 পেতে করুল চাপিয়ে
 ফুটন্ত হাড়ির স্তরে সূর মিলিয়ে
 যে গান যেতাম গেয়ে
 সেই গানখানি রেখে যাবো
 তোমাদের তরে ।

—০—

“বাচুই কতর রিংমা”

অ হাবা থানাইরগ ফায়দি দ-দর’
 অ নরগ ফায়-ফায়-ফায় ।
 বাচুই কতর দগলাম বাচাই
 মুন্সুয়মা মখাঙ তাল পিরমা’ হাই

আমা রিংমাসীক খাতাংমা খরাঙ
বাচুই কতর সাঅ রিংবাই ।

হাবা থানানি জরা অঙখা
সাল-ব নখা মজম' চাঁকখা
নগনি অঙথর লায়দি নরগ
অ নরগ ফায় ফায় ।

খরগ রিতুকু পাগুরি সরীউ
লাংগাব খুংসা ফিকুং হরীউ
বিসিং মায়চুসা, তীয়লকসা তীয়
দিবিয়া কুড়াই ফাতুয়
দুখা মাকতি কিসা বোলায়' চই
য়াসা দামরা, য়াসা দাপাতীউ
নাংতে নাংতে দুমা চাউ-ন রিংফায়
অ নরগ ফায়-ফায় ।

ফুঙনি সাল হাচুক বোচাং জরা কাউই
বুফাঙ বোলাই বেসের বেসের তাঁই
কামিলামাচিকন সারমুঙ হিমদরপ'
তাম'ব নারুগখা সীই পিরমা য়াক ঝায়
তাঙনা সাকতারদি আচুক তা তঙদি
তাঙথেইছে বিয়াল কাগনাই ।

তকসারগ পুঙলায় খরাঙ থানা থগীই
বাচুই কতর বিংগ খরাঙ খাতাং গীই
হাবানি জরা থানাছে নায়খালাই
অ নরগ ফায়-ফায়-ফায় ।

বাংলা অনুবাদ :—

“বড় বৌদি ডাক দিয়ে যায় ”

মাঠে যাবে যারা এসো এসো হুঁরা

এসো-এসো-এসো ।

বড় বৌদি বাহির দুয়ারে দাড়িয়ে

মুখে চাঁদ সম হাসি নিয়ে

মায়ের মতো ডাক দিয়ে যায়

মমতা মাখানো সুরে ।

মাঠের কাজের সময় হয়েছে ।

বেশ উচুতে সূর্য উঠেছে

ঘর ছেড়ে এসো-এসো-হুঁরা

এসো-এসো-এসো তোমরা ।

সাদা গামছা পাগড়ি মাথায়

পিঠে বহা লাংগা ঝুড়ি

ভাতের পুটলী, একলাউ জল

পাতায় তামাক মোড়া, পান স্পুর্দী

কৌটাতে

এক হাতে পুরানো দা, অন্য হাতে

ছকো

খেতে খেতে তামাক ডাকে আমাদের

ওহে, তোমরা এসো-এসো-এসো সবে ।

ভোরের সূর্য পাহাড়ের কোমরে দাড়িয়ে

ফাকে ফাকে গাছের পাতার

পায়ে ঢলা পাহাড়ী পথে পথে

কী যে রেখেছে লিখে

আলোকের হাতে
 কাজে উৎসাহ দাও, থেকোনা বেসে
 তবেই তো অভাব যাবে ঘুচে ।
 গাছে গাছে পাখীর স্তম্ভধর
 বড় দৌদির সুরে মমতা ঝড়ানো
 ডাক দিয়ে কাছে আমাদের
 ক্ষেতের কাজের সময় যে বয়ে যায়
 এসো-এসো-তোমরা সবাই ।

—০—

“নৌ ফায়মা”

লামা কীতালনি চাতি চাঁংরিউই
 নীঙ ফায়মা জরা কীথার মতাই
 জেফুরু হা বায় নখা, কীর্নায়
 সাজগমা বাতালায়’ বাচানা হিনীই
 নাঙলায় তঙমা হারাকরা,
 নীঙ ফায়খা মতাই জরা ॥
 আথু কিরি স্তম্ভজাক মনাক কসম
 রিগনাই ফানীই নখা
 মনুয় সুরীই তলা নায়থীলাই
 নায়থগাই শুঙখা বাচাই ।
 নক লগা নখীলা বুরুম বুরুমীই
 লামা লামা চাতি চাঁংরিউই
 হাব’ তঙজাঅ নখা নায়সীই ।
 মতাই জরা কীথার’ নীঙ ফায়’

জেফরু ববরগ খাম তামলায়াই
 জগাল রিলাই ছতুম ছুতুমাই
 জাতি হদানি গুমান কারাই
 সাক বাকসা খা থানসা অঙগাই
 কালী মাতাই মুনদির মুনদিব
 মনাকনি পহর সগাইনা বাগাই
 মাতাই বিলাই তঙলায়' ॥
 নাঙ ফাযমা আ জরা কাঁথাব
 হানি খরিঅ কমরয়া অঙগাই
 তঙথু অমরানি বাগাই
 ফায়থ কাঁথাব দীপানিতা বুমুঙগাই ॥

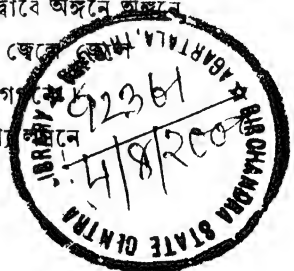
বাংলা অনুবাদ

“তুমি এলে”

নতন প্রানের দীপালি জ্বলে
 তুমি এলে এমনি পৃণ্য লগনে
 যাবে আকাশ পৃথিবী দুজনায়
 ব্যস্ত সজ্জাব প্রতিযোগীতায়
 তুমি এলে এমনি পৃণ্য লগনে ।
 মশীকৃষ্ণ বাস খচিত তাবকা
 গগনের পরিধানে
 চাহি ধবনীৰ পানে সহাস্য বদনে ।
 তখন ধরনী-প্রতি গৃহ দ্বাবে অঙ্গনে আসনে
 প্রতি পথে পথে দ্বীপ জ্বলে আসনে
 চেয়ে রয় উধ গগনে আসনে
 তুমি এলে এমনি পৃণ্য লগনে

৪৭১.৭৭১
 D-286
 K (1)

২১.৫.৬৬
 ৭৬৭
 Rs 20/-



বসে পুরবাসীগন ঢাক বাড়ি
 হুলুধ্বনি সহকারে
 জাতি গোষ্ঠীর অহংকার ভুলে
 এক মন এক প্রাণে
 দেবী কালীকায় প্রণোয় মন্ড-উৎসবে
 অক্ষয় থেকে আগোয় উত্তরনে
 ভূমি এলে এমনি পূণা লগনে
 এই ধরনীর কোণে
 অক্ষয় হোক, অক্ষয় হোক
 সার্থক হোক দীপাবিহিত্তব নাম ।

—O—

“ ব ফায়লিয়া

ব ফায়লিয়া ব ফায়লিয়া
 ব ফায়লিয়া তামঙগাঁই ।
 বলঙ ছুকমালি বারমানি তেয়ার’
 পালায়মা নায়থক তঙথগ
 খাভুংখাগা মতম জরাঅ
 পিয়া নারুভাই বুদ্ধক আচুকথাইঅ
 মসলাই রুচাবলাই তঙলায়খা
 মছু নাংগাঁই কেফেগাঁই
 বছে ফায়লিয়া তামঙগাঁই
 মবার তুরুক মছজারি মতম য়াগ
 বলঙ বলঙ ব-ন নায়ভুগ

তেয়ারফাও খীলাইনা বীথা
 বছে বিয়াং তঙগীইখা ।
 যাং তীয় কুটা গাতি ফায়সিং
 উলুঙ খাসিং খাসিং
 ব-ন নায়সিং নায়সিং
 মকল' সারাই মুকতাই;
 খা ছুরু ছুরু সাক চাই সুন্দর
 ডানামা সাল লায়রিউই
 মুয়া সক যাক বায় মুয়াফাই লাইমা
 তামঙগাই তেই ফাইলিয়া হিনাই

বাংলা অনুবাদ

সে এলো না সে এলো না
 কেন সে এলো না !
 দিগন্তিত বন-মালতী লতা
 আনন্দ সুন্দর উৎসব মুগর ক্ষণে
 অতিথি মধুকরেরা বসে লতার আসনে
 মধু নেশা মাতোয়ারা নাচে গানে ।
 • কেন সে এলো না এলো না ।
 মৃদু সগীরগ মধুকরা ঝারি তাতে
 বনে বনে খুঁজে ফিরে তাকে
 মনে সাধ উৎসবপতি বরণে ।
 জল কূপ ঘাট পাশে
 উদ্ভিন্ন বাঁশবন অপেক্ষারত
 সঙ্গের নয়নে

ছরু ছরু বুক, রুনাঙ্কিত দেহ
 দুশ্চিন্তায় দিন চলে যায় ;
 করুণ-সম হাতে করুণ ভাঙানীয়া
 কেন যে এলোনা আর ?

—০—

“ শহীদ কুমারী রূপশ্রী মধুতী ”

মনাক দগা সঁবাউনা বাগাঁই
 থাকলাপনি থায় রিসাই
 ই হা হাচুক কালাংনাই চাকসাই
 শহীদ কুমারী রূপশ্রী মধুতী
 নরগ-ন মুয়তু খীলায় ।
 সেপলে জাকনাই কুহুপ চাজাকনাই
 তলা কীলাই এলেগানা সয়নাই
 জেব'রগ সানাই লাংমানি মানথাই
 বদলা মাননাই তমুঙ সিতরা
 জত'নি বারা সেলেংথাই,
 অমনি কীয়াক বাদী বাটানাই
 শহীদ কুমারী রূপশ্রী মধুতী
 নরগ-ন মুয়তু মীলায় ।

বাংলা অনুবাদ

যারা অন্ধকারের ভাঙতে ছুয়ার
 বুকের তাজা খুনে
 রাঙিয়ে গেছে এই ধরমীর মাটি
 তোমরা শহীদ কুমারী রূপশ্রী মধুতী

তোমাদের আনি স্মরণে ।
 যারা বঞ্চিত শোষিত,
 দলিত অবহেলিত,
 যারা চেয়েছিলো জীবনের অধিকার
 তার প্রতিদানে পেয়েছিলো শুধু
 নিষ্ঠুর স্মরণাচার ,
 তোমরা নির্ভিক প্রতিবাদ তার
 শহীদ কুমারী-রূপশ্রী-ধৃতী
 তোমাদের আনি স্মরণে ।

—O—

“ থানানি বাহাই ”

কয়জাক সাল মখাঙ সমচাই
 নখা সমলুলুকনি পুব আরি বাচাই
 হর বারা বাখং কাংগয়া মুকতৌর
 বিয়ন-ব যাকারয়া রমতন' কোবগাই
 থুমুঙ নিল মিলজাক মকল কানায়
 ফিয়ক কিয়ক মায়া ফিয়গাই
 বাখাঅ উানসুগমা বথর মায়া থুলগাই
 তাম'ছে খালায় নাই জরা মতাই ।
 ফুঙ সেলে সেলে তঙখা আচগাই
 খা বাসাক বাচায়া খা-সাঁরাংগাই
 থানছে নায়খা লাইউই ।।
 নক তঙতে তঙতে তঙজাঅ মানাই
 ক্ষেত'নি হা কুমুন বাহাই
 মথা মথা মাজাক নখালা রাংজাক

হাতিয়া মায় বাঁসা কীল্য
 মথা বিসিংগ হামা কুফুংগী
 তলোয়খা কাবীই কাবীই ।
 যাং মায়খেলৈ বুনা খানা মুচুংগী
 ভীয় হারপেক অ লেং তঙদীই
 থুক পেপল যা কক বাহা
 থাওমা থাউমানি চাঅ বাচাই
 সেলেরাইদে আচুক তঙনাই ?
 যাং জরালে থাং তঙদালাই
 তাম'ছে খীলায়সিনাই ।

বাংলা অনুবাদ

সূর্য অভিমান স্নান মুখে দাড়িয়ে
 কালচে আকাশের পূর্ব প্রান্তে
 ছোট খাটো রাত ঘুম মুছে যায় না
 শয্যা বুকে জড়িয়ে ধরে রাখে
 নিদ্রার অঁঠা মাখনো চোখ
 খুলি খুলি খোলে না ।
 মনে চিন্তার গিট বাঁধা পারিনে পুসিয়ে
 কী যে করি পাইনে ভেবে ।
 আলসে আলসে সকাল বসে
 সজীবতা হীন দেহ মন
 সময় চলে যায় বুকে হেঁটে হেঁটে
 কী যে করি ?
 ঘরে বসেই পাচ্ছি ক্ষেতে পক্কদাঁড়ির শঙ্ক
 ধান শিশু অঁটি বাঁধা অঙ্গান

রুদ্ধশ্বাস ক্রমেন রত ।
 এদিকে ক্ষেত যে মাতৃহের স্বাদ পেতে
 চাহে
 ডেকে ডেকে আমাদের বাণী হীন সুরে
 জল কাদায় মূচ্ছা গতা ।
 জীবন মৃত্যুর সংগ্রামে দাড়িয়ে
 আলসে বসে কী যায় থাকা
 এদিকে সময় যে যায় চলে
 কী যে করি উপায় ।

—O—

“ কিমানি কাবাংগ ”

সাল কাঁতাল উমা কেফেক বায়
 মুচুঙবা তিয়াবি তাঁয় লমবাউ
 লিলাক তঙখা নবার কবরনি
 যাক সুলুক বুজাকমাংবায় ।
 ফায়দি চাঁঙ কৌনায় য়গ থানাই
 যাক বায় যাক রমলাই ।
 নক মাননি আরি নাই
 জাতি হদানি গুমান কারাই
 রিচুম কিচিক আহাই
 লাচিমা উনামা থিবাই বুপরাই
 বাঁসাস হাছুনি নাঙজাকহাই ।
 ফায়দি নক নুথঙনি থাম্‌ঙ রাসাই
 পাইখাক কৌরোইঅ থাংউনু সগাই ,
 তাঁয়গা যেম' তাঁই তাঁয়গা কতব'

ভায়মা থাংগ বাথাগয়াই সায়য়'

পাইথাক কীরাইঅ কতর' ।

নাও বায় আও অঙগাই

কিসানি কীবাংমা অঙলায়াই

দালকজাগাই থাংউনু থানমা জত'বায়

চীও কক থায়সা থায়সা কীথালাই থাং

অও থাংগানু কায়সা ককতাং

বাংলা অনুবাদ

নতুন দিনের মাতাল বরিষণে

ঢল নেমেছে কামনা সরোবরে

ঢেউ উঠেছে পাগল হাওয়ায়

পেল করাঘাতে ।

এসো মোরা দুজনায় হাতে হাত রেখে

সঁতরে চলে যাই ।

নিষেধ মানার পেরিয়ে সীমানা

অহংকার যতো জাতি গোষ্ঠীগত

ত্যাগ করে যাই ছিন্ন বস্ত্রের মতো

লজা, চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে

গায়ের ধূলো মাটি সম ।

এসো ঘর সংসারের বাধন কেটে

পৌছে যাই অনন্তে ।

যেমন করে ছড়া-নদী যায় নদীতে

বিরতি বিহীন নদী-ধায় সায়রেতে

তুমি আর আমি হয়ে আমরা

মিশে যাবো সকলের সঙ্গে

আমার একটি একটি কথা

হয়ে যাবে একটি কবিতা :

—O—

“ হর কাবমা ”

মিয়াঅ হর বা তাম’ সীক কাবমা

সারাই মুকতাই রয় বয়

কুন্সু ফুরুবা সুলুক সুলুকউই

হামা কলক রহরাই ।

হামজুক রহমা সীকাংগ জেই ত্রাই

নকসিং বারায়মা কাদমা আহাই

কুন্সু-ব মানলিয়া সাই ।

সাব’বা ব-ন কাবমানি কারন সীঙ গাই

নখাঅ তঙজাঅ গুরুমাই কুলাই ।

সাব’বা ব-ন’ নখা কিলিকনি চাতিতাই

তঙজাখা নায়তুগাই

খাদে খারাই থাংন’ হিনাই

মনাকনি যাকচু মানাই ।

মুগখা ব-ন’ আইচুক জরাঅ

সালনি পিরমা কীলীয়’

বীসাং রিগনাই খুম বকুল সুবজাক

কীখারাং দুলায় চুমাই

খাজু বেরাউই খুম সামপারি

নবার’ মতমমা সারাই;

‘বিনি মকল কতর’ ইমাং ফুলজাক
খাংগার’ মুকতীয় থপসা নাঙজাক
সিরিং সিরিং ঘাচাউই।

বুকুং বালিক খুনজু জুমকা
জিলিক জিলিক চাংউই তঙখা
আইচুকনি পুইলা পিরমা কাঁতালনি
পহর আর’ নাঙগাঁই।

ফুঙদি থুমবাহায় মতমজাক
নবার কাঁচাং তুরুক সিবজাক
তকসা তকসু খানাথক রুচাবজাক
জরা কাঁথার লামতীই
ব-বা থাদে থাংন’ সালনি নুখুঙগ
তাঙথাই তাঙনা বাগাঁই।

বাংলা অনুবাদ

সে দিন সে রাত কেন যে কেঁদেছিলো
এতো

ঝরো ঝরো অশ্রুধারে
কখনো ফুপিয়ে ফুপিয়ে
দীর্ঘস্থান ফেলে ফেলে।
নব-বধূ যাবার আগে যেমন করে
মেয়েরা কেঁদে থাকে
পারিনি কিছুই বুঝতে।
কেই-রা তাঁকে কঁাদার কারণ শুধায়

আকাশ থেকে গুরু গরজন বকুনি দিয়ে
কেই বা তাকে বিছুরী বাতি হাতে
খুঁজে খুঁজে ফিরে
পালিয়ে যদি যায় কোথাও
অন্ধকারের সহায়তা পেয়ে ।

দেখি তারে ভোর বেলাতে
উদয় রবির কোমল আলোতে
অঙ্গে শাড়ীতে বকুল গাথা
সবুজ উষা গায়ে
গোপায় চাঁপা ফুল
বাতাসে স্তবাস বিলিয়ে ।

আয়ত লোচনে স্বপ্ন মাখানো
গন্ধে অশ্রু একবিন্দু দাড়িয়ে নীরবে
নাকিতে নুলুক, কর্ণে কুম্ভল
করে ঝিলিঝিলি
ভোবের প্রথম ফিরলে ।

ফুল গন্ধে বিজারিত মন্দ মন্দ সমীরণে
বিহগ মধুর কলতান মুখরিত
পৃণ্য লগন পথ বাহী
সে কি কৰ্ত্তব্য সম্পাদনে
যাবে চলে দিবস সংসারে ।

মর্ত্যই দে অঙনাই”

য়াং নার’ আঙ আয়াংগ নীঙ

তঙলায় নাই বাচাই

কীচার মকল কতর কীচাক

মানানি যাক তিসাজাক ।

চীঙ নখা কায়সানি তল্লা তঙগাই

সাতুঙ উর্তীই বাকসা মানজাগাই

নবার কায়সা বায় নাই রহ রীই

তঙলায়’ চীঙ থাঙগাই ।

অংনি রুচামুঙ নিনি ব রুচামুঙ

রুচাব লায়থেই, খনালায় চীঙ

ইমাং নুগমা উানসুগ মা

লাংমানি চবা ব কায়সীই ।

তব’ কীচার’ মকল কতর কীচাক

তামংগাই মানানি যাক তিসাজাক ।

বারথা থেই খুম মতম বাহায়

য়াং আয়াং নবার কবন বায়

নীঙ-ব মান নাই আঙ-ব মান নাই

বীথা তঙথক রিনাই ।

তামংগাইলে সকল কতর কীচাক

মানানি যাক তিসাই বাচাজাক ।

পুন মুসুক ইয়াং আয়াং লাইসুউই

মস ফানথক চালায়ানু হিনীই

জত' ফায়সিংগন অমরগ তঙগ

মরগ চাখেই চাউনু ফাঙফুয়সাই ?

মালয়া ফান' নাঁও বায় আঙ

য়াফার হামজামাখা যায়

বাংলা অনুবাদ

‘এই কি হবে’

এপার আমি ওপার তুমি

মাঝারে আয়ত রক্ত লোচন

তুলে নিষেধের হাত দাঁড়িয়ে থাকে ?

একই আকাশের নীচে মোরা করি বাস

রোদ বৃষ্টি সমভাবে ভুগি

একই বাতাসে মোদের শ্বাস প্রশ্বাস

মোরা বেটেঁ থাকি ।

একই গান মোদের দুজন্য

গাইলে গান শুনি দুজন্য,

বিভেদ বিহীন চিন্তা ভাবনার

একই জীবন সংগ্রাম ।

তবু কেন মাঝারে আয়ত রক্ত চক্ষু

তুলে নিষেধের হাত দাঁড়িয়ে থাকে ?

ফুটিলে ফুল শূগন্ধ তার

বাতাসে সুবাস করে এপার ওপার

সুবাসে আকুল মোরা দুজন্য

ভরে মন আনন্দেতে ।

তবু কেন আয়ত রক্ত চক্ষু
 তুলে নিষেধের হাত দাঁড়িয়ে থাকে ।
 গো-ভাগল এপার ওপার করি
 লংকা বেগুন ফেলে খেয়ে তাই ?
 সব পারেতেই ওদের নিবাস
 ওপারের ওরা যদি খায়
 খাবে মূল সহ তুলে ।
 তোমার আমার মিলন নাইবা হলে
 শুভেচ্ছা শুধু রইলো ।

—O—

“সাব’ থাং”

সাব’ থাং—সাব’ থাং—সাব’ থাং
 নখা সমজাক সাল ছইজাখা বিয়াং
 হাবা সিরিং সিরিং বরক কারজাক
 তেম তেম উমা সাল ।
 নবার কেফেক বুফায়’ য়াং আয়াং
 য়াক সুলুক বায়
 উাসক উালুঙ খরক নিনাং নিনাং
 মতাই জরাজ সাব’ থাং ।
 লামা কুচুক হাচে রিমি য়াখলিক কাউই
 ষারা বায়াসং মারসুনচুই থুবলুং জাব
 খরক রিতুক মরজাক
 কিকংগ লাংগা হরজাক,

দা-বরক যাগ তাঁইজাক
 সাব' থাং ফাইনানি মুয়া ।
 অডমান কেবনি বুমা, এনা বিহিক
 কেবনি বীসাজুক এনা হামজুক,
 কেব' বায় মা তুঙনাই তালক
 অম' ডানসুগাঁই তাম' অঙনাই
 আঙলে বন খায়রুগী ই থুলুমুই
 হা ত্রিপুরা আমা- হিননাই ।
 বীসা বীতীই রগনি বাগাঁই
 মা থাংগ সাল মতীই,
 নায়তুকনানি চাথাই,
 হয় অকথুইমা-ন বুখারনা বাগাঁই
 কিরিমা সিনচা বলঙ লামাতীই
 সাইসুং থাংগ থুইমা কিরিয়া মা
 থাঙনা বাগাঁই ব থাং-থাং ।।

বাংলা অনুবাদ

“কে যায়”

কে যায় —কে যায়—কে যায়
 মেঘাবৃত আকাশ সূর্য লুকাইল কোথায়
 নিস্তন্ধ কর্ম জন পরিত্যক্ত
 ঝিরি ঝিরি করা দিনে !
 মন্ত বাতাস হানচে এলো মেলো
 চঞ্চল হাতে দোলায় বাঁশ বন

এমনি সময়ের সিঁড়ি ভেঙ্গে
 দুধারে আসামলতা এলিয়ে পড়া
 বন্ধুতে পিচ্ছিল পথ বেয়ে
 মাথায় গামছা পাগুরি বাঁধা
 পৃষ্ঠে বলন্ত লাংগা ঝুড়ি
 তাকাল দা ভাতে ।

বাঁশ করুল ভাঙতে কে যায় ?
 হবে হয়তো কারো মা বা পত্নী
 কারো মেয়ে কারো বধূ
 হয়তো বা কারোর মা কারোর আত্মীয়া
 আমি মমতা মাথা শুদ্ধ জানিয়ে
 বলবো, ত্রিপুরা মা-ই ।
 সন্তান, সন্ততীর জন্য এমনি দিনে
 চলছে খাদ্য অন্বেষণে
 ভয় সংকুল বন পথে
 একাকী নির্ভয়ে বাচার তাগিদে
 সে যায়-যায়

—O—

“সাচেলাং”

খেত’ আটার রগ তড়জাঅ থুলাই
 চুর্মাই সাতুঙনি ছুলায়
 লুকনি খা খামজার্গাই সিরিংগাই
 জরা-ন তঙফুরু নায়সিং গাঁই ।
 বীখাঅ ইমাং কীখারা লিলাকমা

মকল' তাঁতীই মলনি উানসুগমা
সাচালাং ফায়কা জরাঅ মতাঁই

হা-ন সিকীলা থা রিউই ।

খুম পালশ, বরচুক বারখা চাকসাই
থা সয়লিয়া থাইচুক ফাডরগ তাক
বাঁখারায় থা রিখা বাঁতাং বাঁতাং

বুচুক-বাচাক পুডরায়ীই ।

কগতুন মানীই নবারনি থুকতাই
পিয়ারণ ফায়কা বদল খাউই
রুচাবতুতুই মসালায়ীই

মদুসে তঙলায় মানীই ।

সাচেলাং ফায়কা জরাঅ মতাঁই
জরানি রিবুকু রমাই ।

খুম মাজিলতা নায়থগাঁই বারখা

নবার' মতম বাহায়

বায়তুই বারতুই সামপারি বাঁখারাই

ফিয়কদি মকল তা লাচিদি হিনীই

সাব'ছে সাঅ, থাংনা নায়খা জরালাই

কুংকিলা থা উদিলা পুডমাং পুডমাং

খরাঙসে সগলিয়া তাক ।

বুফাঙগ বুদুগ বাঁলাই কাঁতাল

নখা চুমুই কারায়' মুনুয়' তাল

দখিনা বয়ার সিরচাঅ সিরিপ

বাসীকছে তঙথকলায় ।

সিকীলা সাচেলাং ফায়খা হাজ

নায়থক তঙথক কলাই

বাংলা অনুবাদ

ক্ষোভ-মাঠ ঘুমন্ত যখন চাঁদর গায়
জুমেব বিদগ্ধমন নীরবে সময়েব প্রতীক্ষায়
দেখেছে স্বপন সবুজের নর্তন
নয়নে বাদল দিনের স্বপন
নসন্ত তুমি এসেছো তখন
সরার যৌবন দানে ।
দলাশ, শিমূল ফুটেছে লালে লাল
মন মানোন আস্র শাখার
ধরেছে মুকুল থোকা থোকা আগায় আগায়
খবর পেয়ে বাতাসের মুখে
মৌমাছিরা দশবেধে নৃত্য গানে
জুটলো এসে মধু খোজে ।
বসন্ত এলো সেই সময়ে
কানের আঁটল ধরে ।
ফুটেছে মাধবী লতা বাতাসে জ্বাস তারি
ফুটি ফুটি করিছে চাম্পা কোরক
কে যেন বলিছে করোনা লজ্জা
লগন যে বয়ে যায় ।
উদাসী কোকিল ডেকে ডেকে সারা
স্বর ভেঙ্গে গেছে তার
গাছে ডালে ডালে নব কচি পল্লব
হাসে চাঁদ মেঘ মুক্ত গগনে
দখিনা বাতাস বহে ধীরে ধীরে
কত যে খুশী লাগে
যৌবন বসন্ত এলো ধরনীতে
আনন্দে সুন্দর লাগে ।

থরান ”

তামড়গাঁই তিনি লে কয় নেনে মনায়
খাংগার' রমীই, যাকুং ফেছেনীই
থাপা গানা তঙ আচুগাঁই ।

থাপা শর মুসুঙ জাগয়া
থাংতীই দিপার বায় খেলায়
বাকা সাকাঅ মায়তীক মায় কীরীই
তঙজাঅ থুউই ।

গলা তীয় কীরীই কায়তেরে কীলাই
নগ নীসারগ হাঅ থুলাই
নগদে কীরীই চাথাই !

বনা ফালনা থাংকানা নীসাই ।
তাংলা জরা ডালিয়া ডাভীই
থাই মেরে মেরে মায়কাঙ কীলীয়
বুফাঙ ডাফাঙবগ বাচাই সিরিং সিরিং
সাতুঙ তুংমা-ব বেতালায় ।

কুউা তীয় কীরীই যংলা আচুগাঁই,
ত যসা সাক কেরাম তঙজাখা থুউই
নারনি হায়চিংসান্ন খরক বউই
লেংজাগাঁই সাতুং বায় ।

তকসা তকসুরগ কুচামুঙ কারীই
তঙগাঁইখা জাবরা বিসিং থাংগাঁই
অ মনাই, তিনিলে নীঙ বাকসা অঙখা
খেত, তক আউর হা নখা

তীয়মা তীয়সারগ বায় ।
 ডাতীই সুরি, ডাতীই দিয়াই, ডাতীই
 বিরলাই
 লাংমানি চব্বা অঙগীইদে মান-ন কাপ-
 লায়
 খাদে খাঙ-মান-ন বাসা বাতীই রগ বায়
 অ কগ-ন মা ডানাসু কখাই

বাংলা অনুবাদ

কেন তুমি আজ অভিমানী বোন
 গালে হাত মেলে পা
 বসে উনুনের ধারে ।
 উনুনে পড়েনি অঁচ
 দুপুর যে গড়িয়ে যায়
 মাচাং এ শূন্য ভাতের হাড়িটি
 হা করে আছে পড়ে ।
 কলসী জল শূন্য কাং হয়ে আছে পড়ে
 ছেলেরা মাটিতে ঘুমুচ্ছে পড়ে
 ঘরে খাদ্য নাই ?
 জ্বালানী কাঠ বেচতে গেছে'
 হয়তো তোমার স্বামী ।
 খেতের কাজের সময় বৃষ্টি নাই
 ধান শিশুগুলো মবোমরো প্রায়
 গাছ পালা সব নীরবে দাড়িয়ে
 রোদ্দ উষা ঝরা ।

কৃয়ো জল শূন্য' ভেঙ্গেরা বসে,

নদী-শীর্ণ দেহে ঘুমন্ত

পাড়ে বালুচরে রেখে মাথা

রাতি তাপ ক্লান্ত ।

শাখীকূল ভুলি গান

ঝোপে ঝাড়ে করেছে আত্মমোপন

ওগো বোন তুমি যে আজ এক হয়ে গেলো

ক্ষেত-জুম-মাঠ-আকাশ মাটি

ছোট-বড়-নদী-সবাকার সাথে ।

বৃষ্টি পূজনে, বৃষ্টির ধ্যানে, বৃষ্টির মাগনে

জীবন যুদ্ধে হওয়া যায় কী জয়ী

বেঁচে কী-থাকা যায় নিয়ে পুত্র পরিবার

সে কথা আজ ভাবতে হবে

সবাকার

—০—

“ সাব নীঙ ”

সাব নীঙ আনি দগা বাঁচা ফায়উই

বুফায়খা দগা খাজাগ

নবারনি যাক বায় সতনাই ।

আঙ আতমসা, থুমা বাঁচাউই

মুগলিয়া কেবন দগা ফিয়গাঁই

ইমাং ফুলজাক মকল বায়

যাং আয়াং লায়সিগাঁই ।
 আকুরু হর আইতাই আইতাই
 নখা লামা লামা পিরাই পিরাই
 তাল লেংগাঁই কিফিল থাংতুতাই
 নখা কুনাঅ বাচাই ।
 হানি ফায়সিং তঙজাঅ নায় খালায়
 জানগাঁই তামবায় ।
 আথুকিরি রগ-ব হপুঙ হপুঙ
 মা থুয়ানি বংগাঁই
 মকল' মকর্তারাই বুল ভাগাঁই
 তঙলায় মুফলিগাঁই ।
 থুমলুঙনি থুম বীখারাই
 মকল ফিয়কর্তাই ফিয়কর্তাই
 নবার দখিনা মতমমা সানাই
 তঙজাঅ বেদেক নিনাংকুই ।
 তকমা তকস্বরগ থুমা বাচাউই
 বথপ আচুঙুই চিয়ক মিয়গাঁই
 তঙলায়' সালাইউই
 বুর' থাংকেই তাম' মাচানীহিনাই ।

বাংলা অনুবাদ

কে তুমি এলে আমার বন্ধ দুয়ারে
 হানলে আঘাত বাতাসের হাতে
 আমি যে সহসা ঘুম থেকে জেগে
 দেখিনি কাকেও এদিক সেদিক চেয়ে

স্বপ্ন বিজরিত নয়নে ।

তখন রাত্রি শেষ প্রায়

আকাশ পথ হেটে ক্রান্ত চাঁদ

আকাশের এক কোনে দাঁড়িয়ে .

পৃথিবীর পানে চেয়ে জানাচ্ছে শুভরাত ।

দূর দূর বিনীত রজনী যাপনে

খুম ঘুম চোখে মিটিমিটি চেয়ে

ফুল বাগানের ফুল কলিকা গুলো

চোখ মেলি মেলি করে ।

সুধাস খেঁজে দক্ষিণা বাতাস

দোলায় ডাল ধরে ধীরে ধীরে

পাখীকুল জেগে উঠে কুলায় বসে

কিচির মিচির কথা কহে

কোথা গেলে আজ

পাবে তারা সুখাদ্য খাবার ।

—O—

“ নীল জাতনি ”

লাংমানি ক্ষেত’ হুগ কাঁথারাজ নীল

চিনি ইনাং খোরাজ জি জি নখা ;

দুখু দমান’ কাগরিমাই নীল

ডাই চাংরিমাই হা কাঁতুংগীখা

নিনি খাতাংমা খুম বারবারীই

নখাং নখার’ মতমমা সারাই

বলড হ চুক কাগি হাঁচালরগ’

তত্তথকমা পিরাই রিঅ ।
 নিনি থা ফুরমা হর তাল পিলালা
 খালায় চিনি বীথা উদিলা ।
 নিনি জারে বায় মলরগ ফায়ীই
 ানি নখীলা রিলায় নায়থগীই
 ানি বায়লিং সুপুঙরি চা বীথাই
 চ'ঙন' মীথাঙ রিলায়' ।
 াঙন মুনদির, মসজিদ, গীরজাঅ
 াসয়ড়ে চোঙ বা কক ফেরলাম'
 াকসা খরকসান' সেলেংজাগীইজাঅ
 বলাই ডালাই সুগলাই ।
 াঙ' কোরাঙ গীই তঙগীই নীঙলে
 তঙজাঅ মুনুয় বাই ।

বাংলা অনুবাদ

সবার তুমি

জীবনের ক্ষেত্রে জুমে সবুজ তুমি
 মেদের স্বপ্নের নীলাকাশ
 দুঃখ দুর্দশার পরিত্রাতা তুমি
 তপ্ত ধরনীর জড়াতে তুমি বরষার ধারা
 মমতা তোমার ফুল হয়ে ফুটে
 বাতাসে সুগন্ধ বিলায়ে,
 সুদূর পাহাড় বনানী গ্রামে

তুমি আনন্দ ঝরা ।
 তোমার খুশী জোৎস্না পুলকিত রাত্রি
 মন মোদের করে উদাসী ।
 তোমার করুণা ঋতু পরিক্রমা ।
 করে সুশোভন ধরার অঙ্গন
 শস্যে ভরা মাটির ডালে
 বাঁচার প্রত্যাশা আনে
 তুমি মন্দির, মসজিদ গীর্জায়
 মোরা কথার বিভেদ গড়ি
 করি ঝগড়া হানাহানি
 সর্বব্যাপী তুমি হাসো ।

—○—

“ তাণ্ডচানাইমা ”

সাল কতরমানি জরা কতুং কলকমা রমাই
 নখা লামা লামা হিমাই পিরাই
 লেংজাক সাল হা-নখা আরি বাচাই
 হানি ফায়সিং তঙখা নায়খালাই
 বুকং বেসেরতাই সিরিং সিরি খাতাংগাই
 নখা কাঁচাং কুউার তলাতাই
 তকসারগ বীতাং বীতাং তঙলায় থাংগাই
 নবার সিরিপ সিরিপ' বিরলাই
 জেনি জার বথপ ফায়সিং
 বীসারগ তকখুই তঙখানা নায়সিং ।

কামি-লামা চিকনতাই দাতি যাপরি সেউই
 জে আজি মানখা কুতুং সাপুঙ তাঙগাই
 থাংলায়' তাঙচানাইরগ খরগ রুজুই
 থাঙমানি মানুয় খুন্সুয় ।
 সম পায় খেই মস' পায় মায়া
 মায়রুম পায় খেই থক পায় মায়া
 আজিমালে কিসা, মানুয়নি দামলে
 বাংরুরক সাল বুরুম বুরুম ।
 যাংনগলে তঙখানা নায়সিংগাই
 বাসা বাতাই রগ অকখুই ।
 ব রগ থাংনায় যাপরি লেংজাক
 দাতি দাতি যাপরি সে সেউই
 সান'ন সানাই, সাউইব তাম' অঙনাই
 কাপাল-ন দোষী রুনাই ।

বাংলা অনুবাদ

“ দিন মজুরিনী ”

সূর্যহুঁ দিনের উত্তপ্ত স্তূর্দীর্ঘ সময় ধরে
 গগন পথ আলো পরিক্রমাস্তে
 ক্লাস্ত সূর্য মাটি আকাশ সীমাস্তে দাঁড়িয়ে
 ধরনীর পানে চেয়ে আছে
 বৃক্ষলতা ফাঁক দিয়ে নিরব স্নেহে
 প্রশান্ত প্রশস্ত গগন তলে
 পাখীরা সারে সারে উড়ে চলে ।

স্নিগ্ধ বাতাসে নিজ নিজ কূলায় ।
 ক্ষুধার্ত্ত চানারা অপেক্ষমান ভেবে
 গ্রাম্য সরুপথে ধায় দ্রুতপদ বিক্ষেপে
 যে রুজি হয়েছে উষ্ণ সারাদিন খেটে
 চলেছে খেটে যাওয়া মানুষেরা ।
 মাথায় বয়ে নিয়ে
 ভীবন ধারনের সামগ্রী ।
 মুন কিনে যায় না কেনা লঙ্কা
 চাউল কিনলে তেল হয়না কেনা
 সামান্য রোজগার, জিনিষ পত্রের দাম
 দিনের পর দিন চলছেই বেড়ে ।
 ওদিকে যে ক্ষুধায় কাতর শিশু সন্তানেরা ।
 অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে আছে
 তারা চলে ক্লান্ত দ্রুত পায়
 কাকে বা জানাবে বলবে কাকে
 বলেই আর কী হবে
 শুধু ভাগ্যকে দেয় দোষ ।

— ০ —

“ বলঙ কাব ”

বলঙ মকল' মুকঠী বায় কারাঁই
 সাপুংহপুং তঙজাঅ কাবাই
 কেব'-ন সাথগয়া কেব'-ন ফুমুকথগয়া
 খা দিসিং তঙজাঅ মুকঠীয় সারাই

সিরিং সিরিং বাচাই ।

হাচুক-ব' নখা নাংসর খরক তিসাই

দীখা ছুর-ছুর ডানসুগাই ডানাই

গামজামা বুলজাক নুখুঙ কীখারং

উলদে তেই তঙনাই ।

অর'অ উর'অ বুফাঙ থুনতা মামাং

বুটা অকথুয়জাক উখাগাই চামাং চামাং

পাংছ পাইনা নায়খা বলঙ বুফাঙ

উল' চানী যরং কুয়সাই !

লেনি জাব বানা তিসাই তিসাই

মলনি উ'ল মল ফায় বাই ফায়বাই

হাচুক বলঙ-ন সাংগ মীলাং চাই

কক খাতাংমা বায়

নতাই তমুঙ সিতরালে কুনুফুরু

নুগয়াখা আগিঅ ফাই ।

ভামঙ নিনি হা কীচাক চাকসাখা খাইহাই

অরঅ উর'অ মানবায় মীনাম কচক বাহাই

তামংগাই বরকরগ মা থুয়া আঙ

চাতি চাংয়া নক বুরুমাই ।

রুচামুঙ বাথাকজাক তঙথকমা কীরীই

সাল তঙসানি মায় মচমসা চাউই

নকসিং হাবাই দগা খাউই

হর কিরিমা রুঅ লাইউই ।

নবার সিবসাঅ কুতুং কুতুং

হামাকলক রহমা হাইতীই ।

বলঙ ম'সা মাযুঙ গাঁনাং যা বার'য়
 বুদ'অ থাংলায়খা বলঙ ফার'ই ;
 তাবুক তামছে তঙলায়খা আকার'ই ।
 জেনি জার বুয়লনি বানা কুচুগ তিসাঙ
 মলনি উল' মল ফায় থাংগ জর'লাই
 খামচুই য়গমা হাই ককলাম সালাই
 খা ভামজাগাই কেব' তাঙলায়া,
 হাচুক বলঙ মত'ইদে তঙলাই
 মানদার মাসা বুফাঙ সাকা মগদাম চাতে চাতে
 তাম'ব সাঅ তেনতাই ।

বাংলা অনুবাদ

“ বনভূমি কাঁদে ”

বনভূমি নিদ্রাবিহীন
 দিন-রাত শুধু কাঁদা
 কাকেও যায়না বলা-যায়না দেখানো
 মনে মনে শুধু অশ্রুফেলা
 দাঁড়িয়ে নিরবে ।
 পাহাড় ও গগনচম্বী শির তুলে
 দূরু দূরু বুক ভাবনায় দুশ্চিন্তায়
 ভালবাসা জড়ানো সংসার সবুজ
 আর কী থাকবে পরে ।
 হেথা হোথা শুধু গাছের গোড়া

কামি-লামা চিকনতাই দাতি যাপরি সেউই
 জে আজি মানখা কুতুং সাপুঙ তাঙগাই
 'থাংলায়' তাঙচানাইরগ খরগ রুজুই
 থাঙমানি মামুয় খুমুয় ।
 সম পায় থেই মস'পায় মায়া
 মায়রুম পায় থেই থক পায় মায়া
 আজিমালে কিসা, মামুয়নি দামলে
 বাংররুক সাল বুরুম বুরুম ।
 য়াংনগলে তঙখানা নায়সিংগাই
 বাসা বাঁতাই রগ অকখুই ।
 ব রগ থাংনায় যাপরি লেংজাক
 দাতি দাতি যাপরি সে সেউই
 সান'ন সানাই, সাউইব তাম' অঙনাই
 কাপাল-ন দোষী কুনাই ।

বাংলা অনুবাদ

“ দিন মজুরিনী ”

স্নবহুং দিনের উত্তপ্ত হৃদয় সময় ধরে
 গগন পথ আলো পরিক্রমাস্তে
 ব্রাস্ত সূর্য মাটি আকাশ সীমান্তে দাঁড়িয়ে
 ধরনীর পানে চেয়ে আছে
 বৃক্ষলতা ফাঁক দিয়ে নিরব স্নেহে
 প্রশান্ত প্রশান্ত গগন তলে
 পাখীরা সারে সারে উড়ে চলে ।

স্নিগ্ধ বাতাসে নিজ নিজ কূলায় ।
 ক্ষুধার্ত চানারা অপেক্ষমান ভেবে
 গ্রাম্য সক্রপথে ধায় দ্রুতপদ বিক্ষেপে
 যে রুজি হয়েছে উষ্ম সারাদিন খেটে
 চলছে খেটে যাওয়া মানুষেরা ।

নাথায় বয়ে নিয়ে
 জীবন ধারণের সামগ্রী ।
 নুন কিনে যায় না কেনা লঙ্কা
 চাউল কিনলে তেল হয়না কেনা
 সামান্য রোজ্জগার, জিনিষ পত্রের দাম
 দিনের পর দিন চলছেই বেড়ে ।
 এদিকে বে ক্ষুধায় কাতর শিশু সন্তানেরা ।
 অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে আছে
 তারা চলে ক্লান্ত দ্রুত পায়
 কাকে বা জানাবে বলবে কাকে
 বলেই আর কী হবে
 ক্ষুধা ভাগ্যকে দেয় দোষ ।

— ০ —

“ বলঙ কাব ”

বলঙ সকল' মুকতী কায় কাবাই
 সাপুংহপুং তঙজাঅ কাবাই
 কেব'-ন সাথগয়া কেব'-ন ফলুকথগয়া
 থা দিসিং তঙজাঅ মুকতীয় সারাই

সিঁড়িঃ সিঁড়িঃ বাচাই ।

কাঁচুক-ব' নখা নাংসর খরক তিসাই

খাখা ছরু-ছরু ডানসুগাই ডানাই

চামচানা বুলজাক নুখুঙ কাঁথারং

উলদে তেই তঙনাই ।

অর'অ উর'অ বুফাঙ থুনতা মামাং

লুটা অকথুরজাক উথার্গাই চামাং চামাং

পাছে পাইনা নায়খা বলঙ বুফাঙ

উল' চানী য়রুং ফুয়সাই !

জনি জাৰ বানা তিসাই তিসাই

মলনি উ'ল মল ফায় বাই ফায়বাই

কাঁচুক বলঙ-ন সাংগ মৌলাং চাই

কক খাতাংমা বায়

মভীই তমুঙ সিতরালে কুমুকু

মুগয়াখা আগিঅ ফাই ।

ভামঙ নিনি হা কাঁচাক চাকসাখা থাইহাই

অরঅ উর'অ মানবায় গানাম কচক বাহাই

ভামংগাই বরকরগ মা থুয়া আঙ

চাতি চাংয়া নক বুরুমাই ।

কচামুঙ বাখাকজাক তঙথকমা কাঁরাই

মাল তঙসানি মায় মচমসা চাউই

নকসিং হাবীই দগা খাউই

হর কিরিমা রুঅ লাইউই ।

নবার সিবসঅ কুতুং কুতুং

হামাকলক রহমা হাইতাই ।

বলঙ ম'সা মাংযুঙ গাঁনাং য়া বার'ই
 বুর'অ থাংলায়থা বলঙ কার'ই ;
 তাবুক তামছে তঙলায়থা আকার'ই ।
 জেনি জার বুমলনি বানা কুচুগ তিসাই
 মলনি উল' মল ফায় থাংগ জরলাই
 থামচুই য়গমা হাই ককলাম সালাই
 থা হামজাগাই কেব' তাঙলায়া,
 হাচুক বলঙ মর্তাইদে তঙলাই
 মানদার মাসা বুফাঙ সাকা মগদাম চাঙে চাঙে
 তাম'ব সাত্ত তেনতাই ।

বাংলা অনুবাদ

“ বনভূমি কাঁদে ”

বনভূমি নিদ্রাবিহীন
 দিন-রাত শুধু কান্না
 কাকেও যায়না বলা-যায়না দেখানে
 মনে মনে শুধু অশ্রুফেলা
 দাঁড়িয়ে নিরবে ।
 পাহাড় ও গগনচম্বী শির তুলে
 দুরু দুরু বুক ভাবনায় দুশ্চিন্তায়
 ভালবাসা জড়ানো সংসার সবুজ
 আর কী থাকবে পরে ।
 হেথা হোথা শুধু গাছের গোড়া

ক্ষুধার্ত দাঁত কামড়ে খেতে খেতে
 রিক্ত প্রায় বন বৃক্ষলতা
 পরে খাবে সমূল খুঁড়ে।
 যার যার পতাকা তোলে তোলে
 ঋতু পরে ঋতু এসে এসে
 বন পাহাড়কে ভিজ্ঞাসে অবাক বিষ্ময়ে
 স্নেহাদ্র কণ্ঠে
 অমন বিশ্রী কাণ্ডতে দেখিনি কখনো
 এর আগে এসে।
 কেন তোমার রাঙা মাটি রেঙেছে রক্তসম
 হেথা হোথা পাই পচা দুর্গন্ধ
 কেন লোকগুলো নিদ্রাশীন রাতে
 জ্বলেনা প্রদীপ।
 স্তব্ধ সংগীত নিরানন্দ
 দিন থাকতেই এক মুঠো খেয়ে
 দোর বেধে ঘরের কোনেতে
 ভয়াল বাত ঘাপে।
 উষ্ণ বাতাস বহে দীর্ঘশ্বাসের মতো
 বুনো চতুস্পদ প্রানী বাপ হাতীগুলো
 বনভূমি ছেড়ে গেছে
 এখন কারা তবে বেরেছে ঝাড়?
 যে যাহার পতাকা রঙীন তোলে উর্ধে
 ঋতুর পর ঋতু আসে আর যায়
 থৈ ভাঙা কথা বলে শুধু
 ভালবেসে কোন কাজ করেনা ক হায়।

পাহাড় বনানী এভাবেই থাকবে ?
 কাঠবেড়ালীটা গাছে চড়ে
 ভুট্টা খেতে খেতে
 কী যে বলে যায় ক্ষুদ্র মনে ।

—O—

“তাণ্ডলা জরা”

হরনি নগ আচিয়গাঁই থুপাই
 গুনদা মনাক তিসাই
 আইচুকনি দগা খুল গাঁই সাল
 চাকসাই রিখা নখানি কাপাল,
 খুমরগ-ব মুনুয় মকল ফিয়গাঁই
 মতমা তঙথক বিলাই ।
 পিয়ারগ-ন রহখা ককতুন সাইউই
 নবারনি যাক বায় ।
 বলঙ তকসারগ খানাতক কুচাবলাই
 হর আইখা খোলায় আউই ।
 দ-দর' বাচাই চামারি কানাই
 লাঙন, গুদাল, চকাম বালবাই
 পানজন যাগ বলদ বেংগাঁই
 দাতি দাতি যাপরি সেউই
 খেত'নি ফায়সিং বলঙ লামার্তাই
 সালসানি কক-ন মুয়তু মানাই
 “বাবুনি খরাঙ গেগুমা খরাঙ

মাননাদে নীঙ সয়উই”

নাজে বীখা বায় হামজামা ফুলজাক

ফায়মানি অ কক গসিউই ।

চামারি কানাইসা থাংগীইতঙগ

খারকুম মাসিসি হিমাই ।

গাতি লামাঅ তীয়গলা খেবীই

লত' মায়রাংরগ খরগ রুজুই

মুন্সুয়মা মকলবায় খাতাং তাইলরুই

দিহিক সাঅ সিরিং গাঁই ।

তা উনাদি আঙ-ব ফায়নাই

মানুয় সঙপাই নিনি বানতা চুপাই

মায় চায়ারগ খরগ রুজুই

বর ফায়লায়ানু মায় ।

তাল শ্রাবন থাংরুককথা

খেত'নি সামুঙ-ব বাং রুককথা

থাঙমানি লামা খেত'তীয় হারপেগ

তঙখা মুথুব জাগীই ।

ব-ন ফিয়গাঁই সাকসুতরা খালাই

মাচে মারুনা নাঙনাই ।

“কর্ম মরসুম”

রাত্রি নিবাসে সুখ নিদ্রা শেষে

কালো মশারী তুলে

প্রভাতের দ্বার উন্মত্ত করে সূর্য্য

রক্তিম করে দিয়েছে আকাশ কপোল,

ফুলেরা সহাস্যে নয়ন মেলে
 স্নগন্ধ মধুর বিতরন করে ।
 মধুকরে দিয়েছে পত্র লেখে
 বাতাসের হাতে
 বুনো পাখীরা স্নমধুর সংগীতে
 প্রভাতের ঘোষনারত ।
 ঘর জামাতা সত্বর ঘুম থেকে ভেগে
 লাঙল কোদাল মই কাঁধে
 হালের বলদ পাঁজন তেড়ে নিয়ে
 দ্রুত পা ফেলে ফেলে চলেছে ।
 বন পথ বেয়ে ক্ষেতের কাজে
 মনে তার নেই কবে কার কথা
 বার বার বেজে উঠে কানে
 বাবুর কথা চিতা বাঘের গর্জন যেন
 . তুমি পারবে কি সহ্য করতে ।
 সে যে প্রেম মাখা সেই কথাটুকু
 এসেছিলো মেনে ।
 খর জামাতা দৌড়ে হেঁটে চলে
 দ্রুত থেকে দ্রুততর ।
 খাটের পথে কলসী কাঁধে
 খাল ঘাটি বাটি সাথে বয়ে
 হাসি হাসি মুখে বধূ বলে
 নয়নের ইংগীতে নিরবে ।
 ভাবছো কি আসছিতো আমি
 রান্না শেষে তোমার তরে পুটলী বেঁধে

খানের চারা মাথায় বয়ে
করবো ধান রোপন ।
শ্রাবন মাস যাচ্ছে চলে
ক্ষেতের কাজ যাচ্ছে বেড়ে
জীবনের পথ ক্ষেতের ডল কাদায়
আটকে পড়ে আছে
তাকে তো পরিস্কার পচ্ছিন্ন করে
দিতেই হবে দিতেই হবে ।

—O—

“ তাল শ্রাবণ ”

ভাৰ্তীই মলনি বাঁসাজুক নায়থক
অ শ্রাবন তাল
নিনি বাঁখাঅ কেফেক লিলাগ
উদিলা গিকোলা কাঁভাল ।
নিনি সমলুলুক বাঁসাক কাঁবাগাই
বাঁসোঅ কাঁখোরাং তঙথক ভাগাই
নিনি যাক'তুগ খাজুঅ কতগ
খুমতাং দাল বিদাল
মতমমা খগাই নবার কবর
লাইরিঅ হর সাল ।
কুন্সু কুরু নাঙ নখা ফিলিগাই
নখা নখাঅ গুরুম গুরু মাই

নবার বায় মুকতীয় উবাই

খেত' আউর লমরি তীয় ।

তীয়মা তীয়মানি রুকুং সোবাই

নক নকখাই জত' কালীক রিউই

হান' থিকীদারাই দুখু দসাত

মোসাত মাসামুঙ লয় ।

কুসু কুক বা নিনি মীখাঙগ মুসুয়মা

কুলজাক আইচুকনি সালে শিরমা

খেত' খেতাত মায় বরমানি তেয়ার

চেংকুঅ তঙথগাই ।

অ শ্রাবন, নিনি য়াগন' থায়মা থাঙমা

হানি মুসুয়মা কাবমা জত' যাকারাই

লাংমা হিমতঙগ চানি লাম তীই

আমাল আমাল রমাই।

বাংলা অনুবাদ

শ্রাবণ মাস

সো খাতুর সন্দরী মেয়ে

তুমি গো শ্রাবণ মাস

তোমার মনে মাতাল নৃত্যে

উদাসী নব যৌবন।

শ্যামলা তোমার অঙ্গজুরে

অনন্দ সবুজ নৃত্যরত

তোমার মনিবন্ধে খোপায় গলায়
নানা রঙের ফুল মালা
গন্ধ তার চুরি করে পাগল বাতাস
কাটায় দিবা রাত্র ।

কখনো তুমি বিদ্রাং চমকি
গুরু গুরু হবে আকাশে আকাশে
বাতাসের সাথে নয়নের জলে
ক্ষেতে মাঠে জলে ভাসাও
ছোট বড় নদীর কূল ভেঙে
দর ভিটে সব ডুবিয়ে দিয়ে
মাটির বুকে দুঃখ বিপদ

প্রলয় নাচে নাচে ।
কখনো বা তোমায় মুখের হাসিতে
মাথানো ভোরের ররির আলো
ক্ষেতে ক্ষেতে ধান রোপনের পর্ব
শুভারম্ভ করে দাঙ ।

ওগো শ্রাবণ, তোমার হাতে জীবন মরণ
ধরার হাসি কান্না সব সপে দিয়ে
জীবন চলে হেঁটে সংগ্রামের পথে
যোগে যোগে ।

—O—

“হা ত্রিপুরা”

বলঙ কীখারাং রিগনাই কানতিরীই
সাব’ নীঙ নায়থক থগীই
হাচুক কীচাক চলংগ বাচাউই
হানি ফায়সিং নায়সিক মুনুই !
নিনি কত্তগনি থুম মতম থুমতাং
নবার বায় নিনাং নিনাং ।
নিনি যাকতুকনি মাথিয়া চিলিক চিলিক
চাংসাজ খাজুনি সীরাং ।
হলঙ বজাক নিনি আচুকথায়
থায়লিক ফাঙ বলঙ কিসিপ সিবসাই
নখা খীরাংস্তিজি ছাতি বমৌই
নাঙ রিয়া সাভুং উর্তায় ।
সানজা দারকনাই চাতি মুস্তঙ গাই
সানজা রিঅ ননী থুলু মৌই
তাখুকরগ ফায়ীই জগাল রিলায়’
বীখা তঙথক জাগীই ।
হপুঙ মসালায়’ চেংখুরু চাতিতৌই,
চেচেমা বলল রুচাব রুচাবৌই
নিনি মুঙখিলিমা বুবাই বুবাই
রিলায়’ আউই খীলাই ।
ভীয়সারগ নিনি যাকুং তলাতৌই
রিয়রীই থাংগ যাকুং সুরিউই
তকসারগ রুচাব লায়’ ফুঙ সারিক

নিনি খা ফুরবিনা বাগাঁই ।
 নীসারগনি বাগাঁই উানাই তঙগাঁই
 ননী গুগজাঅ হকু চুমুই চুমুই
 সাব' নোঙ আমা ? বুই জেসা ফান' সাহন
 নোঙ ন' চিনি হা ত্রিপুরা আমা
 নাজাদি নাজাদি অ খাগাঁনাংমা
 নাজাদি চিনি খুলুমা ।

‘মাতা ত্রিপুরা’

বাংলা অনুবাদ

বনানী সবুজ শাড়ী পরিহিতা
 কে তুমি সুন্দর সাজে
 সুউচ্চ পর্বত শিখরে দাঁড়িয়ে
 ধরনীর পানে হাসি মুখে চেয়ে !
 তব কণ্ঠে ফুল গন্ধ গাথা মালা
 বাতাসে দোহুল দোলে ।
 মনিবন্ধে কিলমিল বঙ্কন তব
 উজল খোঁপার সুরাং ।
 প্রস্তর বিছানো আসন তব
 বুনো কলা গাছ দোলায় পাখা
 ছত্রধারী নীলাকাশ
 রোদ বৃষ্টি গায়ে নাহি লাগে ।
 সাক্ষীরা দীপ জ্বলে
 সন্ধ্যা দেয় প্রণামি ভোমায় ।

পেচকেরা উলুদেয় মনের খুশীতে
 বাতি জ্বলে জোনাকীরা নাচে সারারাত
 দলে দলে কিল্লিরা গেয়ে গেয়ে
 করে প্রচার তব গুন গান ।
 তব পদতলে বয়ে যেতে যেতে
 ছোট নদী ধুয়ে যায় পা দুখানি তব ।
 প্রভাতে সন্ধ্যায় পাখীরা গায়
 তব মনোরঞ্জে ।
 তব সম্মানের তরে চিন্তা ভাবনায়
 কুয়াসাজ্জ্বল তুমি ।
 কে গো তুমি মাতা ! লোকে যে বাহা বলুক
 তুমিই মোদের মাতা ত্রিপুরা
 তোমাকে প্রণাম জানাই ।

—০—

“ থুঙমুঙ ”

সাল বুরুম বুরুম' নুগ ননী আঙ
 নীঙ লাইরঅ সাল
 নক নুখুঙ বায় থুঙমাং থুঙমাং
 থুঙমুঙ কীতাল কীতাল ।
 নীঙ আইসিরি বাচাই তীয়সা গাতি থাংগাই
 লতা মায়রাঙ লমা-নুমা তঙজাঅ থঙগাই
 মিমি সামপিলি থুঙতীয় কীকীরাংক বায়

তীয় লিলগ রুতুগমা হুইমা
 গানতি নগ চেংজাং তাঁকরগ বায়
 থুঙমুঙ মায় মুয় সঙমা
 মাথিয়া পুঙরি, খাজু থেংবার্গাই
 ফিকুং ললায় লায়াই
 বুকুং বালিক চিলিক চিলিক চাংরি
 নীঙ থুঙগ মানুয়রগ বায় ।
 তাঙমা থুঙমাঅ নর্না কলমতীয় কিসি নুগ
 ফানতক মস' বারি এবা থেত' ল্করগ,
 সাল থাংকুরুক নীঙ-ব ফায়কুরুক
 লেংগাই থুঙ জরা পাই ।
 হরনি রিয়ান খুরি মুকর্তারীয় থাংগাই
 ইমাং বায় থঙলায় নীঙ কাবাই মুনুয়
 নুথুঙনি থুঙমা খলা নকফাঙজুক নীঙ
 থুঙ থাংগ লাংমা লামা তাঁই ।

বাংলা অনুবাদ

“ খেলা=খেলা ”

প্রতিদিন দেখি যে তোমায়
 তুমি দিন কাটিয়ে দাও
 ঘর সংসার নিয়ে খেলে খেলে
 নিত্য নতুন খেলা ।
 তুমি প্রহুয়ে উঠে নদী ঘাটে গিয়ে

থাল ঘটি বাটি নিয়ে খেলা
তোমার প্রতিবিশ্ব মাজা ধোওয়া খেলা
চেউ তার সাথে খেলে লোকোচুরি খেলা
রান্না ঘরে শুরু হয় হাড়িকুড়ি সাথে
রান্না রান্না খেলা ।

বাজিয়ে কাকন, করবী শিথিল
দোলায়ে পিঠে

নাকের নুলুক বলমলিয়ে

তুমি খেল আসবাব পত্র নিয়ে ।

ঈর্ষাক্ত কাজের খেলায় তোমায় দেখি
বেগুন লক্ষা ক্ষেতে কিস্বা জুম ক্ষেতে
দিন যায় প্রায়, তুমি ফিরে এসো

শ্রান্ত ক্লান্ত লগ্ন শেষে ;

রাতের শয্যায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে
তুমি কেদে হেসে খেলো স্বপ্নের সাথে
সংসারের ক্রীড়াঙ্গনে গৃহিনী তুমি
খেলে চলো জীবনের পথে ।

— ০ —

“রাজানি অসা চিনি মাম্বিতা”

সাতুং তকুজাক নখা খাঁরাঙ জিজিতলা
কসম কারাই রি কুফুর চুমাই
চুমাই রগ বুরছে থাং বাতাং বাতাং
বদল বদল খাউই ।

অ চুমুইরগ-ন মুর্গাই মুয়তু মান'
আগিঅ আমাসঙনি কক-ন,

হুগ পেরজাক খুল রগ ন খলাই
লাংগা সুপুঙগাই দাউই হর্রাই
নখালা তুফাই সাতুং কুমানি
বুরুং বুরুং খালাই ।

চুমুইরগ বা বিয়াং থাং তঙলায়
পুব নবার' বাকরাং ফেহেলাই ।
হুগনি মামি ফায়খা দ মুনীই
মায়তাং বসগ' চাংসাস পানতীয়
বোরীয়সারগনি বুরুং বালিক হাই
সাতুং কালায় নাঙবাই ।

হুক নখালা লামা কুরুং বাচাউই
খুম সতরবঙ্গ বারতীই বারতীই
খুম গুনথলে খা সয়লিয়া

বাছে বারখা মুনুউই ।

হাচুক বলঙ কাখরাঙ মাচাংগাই
আইসিরিনি সিয়রি কুবুলজাগাই
হাচালনি নগজাক মারীয় মারীয়
বাখাছে লিলাক তঙখা ।

হাচুক বলঙ খেত হুক আউর'
পুব বুবাউনি সিবসামা নবার'
তকসা কুচাবমানি খরাঙ খারাঙগ
তঙখকমা নিনাং তঙখা ।

রাজানি অসা নিনিলে মামিতা
দগা যাক খাতাং বুখা ।

‘রীদ্রস্নাত’

রীদ্রস্নাত নীলাকাশ তলে
ত্যাগি কৃষ্ণ বেশ পরিশুভ্র বাস
কোথায় চলেছে মেঘগুলো
সারি সারি দলে দলে ।
দেখে সেই মেঘ দলে
মনে পড়ে যায়
মায়েরা যে আগে
জুম থেকে তুলে প্রস্ফুটিত তুলা
লাগা ঝুড়ি ভরে বয়ে এনে
দিতো রোদে ছাড়িয়ে স্তূপে স্তূপে ।
মেঘ দলগুলো কোথায় চলেছে
ডার্না মেলে পূর্বা বাতাসে
জুমে বিনি ধানে পাক ধরেছে
পানের শীষে শিশির বিন্দু
যেন মেয়েদের নাকের মূলক
ঝলোমল নরম রোদে ।
জুম অঙ্গন পথ ধারে দাড়িয়ে
গান্দা ফুলগুলো ফুটি ফুটি করে
দোপাটি ফুলেরা মানে না মনে
ফুটেছে সহাস্য বদনে ।
পাহাড় বনানী মানিয়েছে সবুজে
ভোবের কুরাসায় ঢাকা
আবছা আবছা লাগে দূর থেকে

মন যেন উঠে নেচে ।
 পাখাড় বনানী খেতে মাঠে
 পুদ হাওয়ায়, পাখীদের গানের সুরে
 আনন্দ দোতুল দোলে
 রাজার দুর্গোৎসব মোদের মামিতা
 যেন দ্বারে স্নেহ করাঘাত হানে ।

—O—

“ থাংমায়্যা ”

থানালে মুচুংগ থাচে থাংমায়্যা
 মাং'মে উকলক মতন'
 মাংবনি' মকল মুকতায়
 কিকিল তুফায়' আন' ।
 লংমা কলক রমাই আজিউই
 আঙজে তনখানি মায়াম সুপুঙগাই
 জতন বিলয়াই বুকচা খালায়াই
 লামাজ অঙথর খা জুইউই ।
 বুকচা যাক, বাঁখা দগা খুলগাই
 তেগসা সিরিং সিরিং গাই ।
 লামা হিমথগয়া খাজাক খাজাক নাঙগ,
 খেতনি তাঁয় হারপেক হামা কুমুঙগ
 বলঙ বুফাঙ সাতুং সামপিলি বজাক
 কিকিলদি কিকিলদি হিন '

নবার কাঁচাঃ খুম মতম দিবজাক
 সতর্নাই রম তঙগ লুগজায়া যাক
 থুক পেপলায়া কক বায় লু-লু সাত
 তঙখা জরা তাথাংদি আন '।
 থাংনা মুচুংফান' জত' যাকা রাই
 খামুঙ কাঁরাক মায়া খেংগাঁই
 বুকুরুছে মাননাই খামুঙ রাসাঁই
 থানানি নিজিনি হাত ।

বাংলা অনুবাদ

“ পারিনা যেতে ”

যেতে চাই পারিনা যেতে
 কে যেন পেছনে টানে
 কার যে সজল নয়ন
 আমারে ফিরিয়ে আনে
 সুদীর্ঘ জীবনের সঞ্চয়
 রেখেছিছু গোলা ঘর ভরে
 তা শূন্য করে বিলিয়ে দিয়ে
 পথে নেমেছিছু লুকায়ে
 কপর্দক হীন মনের দরজা খুলে
 চুপি চুপি নিরবে;
 পথ চলি যায়না বাঁধো বাঁধো লাগে
 ক্ষেতের জল কাদায় খাস অবরুদ্ধ

বনভূমি তরুলতা ধূপছায়া বিছানো
 ফিরে আয় ফিরে আয় বলে ডাকে ।
 শ্লিষ্ট বাতাস ফুলগন্ধ বহা
 অদেখা হাতে যেন টেনে ধরে
 বানীহীন ভাষায় যেন বলে কানে কানে
 যেয়ো না রয়েছে সময় ।
 সব ছেড়ে যেতে চাইলেও
 শব্দ বাধন যায়না যে থোলা,
 কবে যে পারবো বাঁধন ছেড়া
 হবে যাওয়া নিজ নিকেতনে ।

—O—

“লাংমানি হুক থানসা গায়রিং”

লাংমানি হুক’ গায়রিং কানায়
 সাজাদি কিচিং সাজাদি নীঙ
 বুর’ নীঙ থানানি চিকনতে নুখুঙ ?
 সাজাদি কিচিং কক কারীই
 থা-ন জার জার খেই সীঙগাই ।
 জের’ বুলায় তগলায় সাক হামারি বার্গাই
 জের’ থাঙ তঙমানি পুয়তু কারীই
 লাংমানি অসয় কাবমা
 নবার কুতুংগ কবন কবনাই
 নখানি কীখরাং রিঅ চিখাগাই ।

জের' সেপলেমা মথরাই বীখা
 হা মিসিরিঅ থাঁই বায়
 মুচুঙমা বুকুঙ থাইয়া বীখা
 খুম বীখরাই সেলেংমা য়ংচাজাক
 হাঅ কীসায়' কগাই ।
 লাংমা ববা খাউই তঙজাঅ নায়সিগাই
 সিরিং সিরিং বাচাউই
 সাতক পিতকমা মকল কীচাক
 থং থং যাসি কিসাঙই
 আর' নৌউ মুচুংগীলাক খানানি নুখুঙ
 অ কিচিং নায়জাদি উানমুগই নৌঙ ।
 আর'য়া—আর'য়া, অ কিচিং
 কায়জাদি অ গায়রিং
 জের' লাংমানি চাতি চাংগ
 নায়থগাই নুখুঙ নুখুংগ
 জের' বীখা বায় বীখা সুবজাক
 হামজামা খুতুং তাংসান
 থানসানি খুমতাংগ
 জের' লাংমা ফিয়কজাক সীনার্মাই
 মীতায় খর হানি
 জেনি বুমুঙ গায়রিং থানসানি
 আর' তঙলাইনাই বাকমা চাঙ
 খাউই তঙথক নুখুঙ ।

“জীবনের জুম সন্মিলিত টঙ ঘর”

জীবনের জুমে দুটি টঙ ঘর

বলো বন্ধু বলো তুমি
কোথা তুমি বাঁধবে ছোট ঘর।

বলো বন্ধু বলো সত্য ভাষে
বারংবার জিজ্ঞাসি মনকে।

সেথায় স্বার্থের হানাহানি
সেথা জীবনের নাই প্রত্যয়

প্রাণের ব্যাকুল ক্রন্দন
উভপ্ত বাতাসে ভেসে ভেসে

নীল আকাশের বুক চিরে :
সেথা প্রতারণা মোচড়ে বুক

সিক্ত করে মাটি রক্তে
বাসনার বৃক্ষে ফল ফলে না

হুনা কীট দংশে ফুল কুড়িতে
ভূমি তলে ঝড়ে পড়ে।

মৃক জীবন শুধু থাকে চেয়ে
দাড়ায়ে নীরবে।

নির্যাতন রক্ত চক্ষু
অঙ্গুলি তুলে দাড়িয়ে ঠাই।

সেথা তুমি বাধবে না ঘর নিশ্চয়
ওহে বন্ধু দেখো ভেবে।

সেথা নয়—সেথা নয় হে বন্ধু
এসো এই টঙ ঘরে।

যেথা জীবন প্রদীপ জ্বলে
 ঘরে ঘরে সুন্দর হয়ে ।
 যেথা মনে মনে গাঁথা
 প্রেমের একটি সূত্রে
 ঐক্যতার ফুল মালা
 যেখানে জীবন মুক্ত
 গড়ে মাটিতেই স্বর্গ
 যার নাম টঙ ঘর ঐক্যতার
 সেথা করবো বাস একসাথে
 গড়ে নতুন আবাস ।

—O—

“ বাথাবুর থাং ”

মকল চাকলুলুক কিসি মাকর্তায়
 বুরি বাত্থুং তিসাউই
 সাংফায়খা নাঁঙ আন' খরাঙ কাবর্তাই
 আসাক তাঙসানি তাঙগাই নিনি বাগাই
 সগাই মানলিয়া নিনি খানি নার'
 নিনি খা ত-তঙ-কার্গাই ।
 এবা তীয়বুং সাক কার্গাই পাইথাক
 ছিয়া খেই বলঙ হকজাক লুক-খামজাক
 আঙতেই মানলিয়া হা আহাই সয়উই
 সাদি আন খুরসাই ।

আঙেছে সাউঠ মায়া বুর বুরথাং আনি বাঁথা
 সালসাআঙ বিনি উতুং-উতুং থাংগাঁই মালায়থা
 আ লামা গানাত্ত বাঁরীইমা মাসা আচুগাঁই
 হলঙ সীবাঁই তঙজাত্ত ।

বাঁসা-ন মুথুরুই বুফাঙ সাগপিলি তলাঅ
 সাতুঙ গিরিং গিরিং অক খাঁইজায় দিপার
 রিগনাই কিচিক বাঁসাক কেঁরাম'

খা কীরাক বিয়ালনি সিচিকমা ।

বাঁখান' মানখা রুতুগাঁই তেই সালসা
 হাতিনা আচুগাঁই বাঁবাঁয়চীক মাসা
 দালক চিচিরি তঙজাত্ত সায়উই ।
 বুর্সাক বল ফালাঁই হাতি অঙগাঁই
 ফায়খেইছে চেগানী মায়মুয় সঙমা ।

বাংলা অনুবাদ

“ কোথা তব অন্তর ”

নয়ন রক্তাভ সিক্ত অশ্রু

উত্তোলিত স্রু ধনু

তুমি শুধালে, ক্রন্দন সিক্ত স্বরে,

তোমার জন্তু এতো কারও পারবে মনা পৌছতে

তোমার মনের সীমানায়,

তোমার মন কি আছে-না নেই ।

না কী অন্তহীন পারাবার ?

না কর্তৃত্ব বন বিদগ্ধ জুম ভূমি

পারছিলে আর সইতে মৃত্তিকার মতো

বলো মোরে বিস্তারিয়া ।

আমি যে নিজেই জানিনা

কোথা কোথা যায় মন আমার

একদিন তাকে অনুধাবন করে করে

পেয়েছি সান্ধা৭ তার

পথি পার্শ্বে বসে এক স্ত্রী লোক

ভাঙছে পাথর

শিশুটিকে ঘুমন্ত রেখে ভরুছায়া তলে

তখন উত্তপ্ত রাজ ক্ষুধার্ত দ্বিপ্রহর

তার ছিন্ন বস্ত্র-শীর্ণ দেহ

ক্রর দারিদ্রের নখাতাঘাত ।

আর একদিন পেয়েছি মনের নাগাল

বারান্দায় বসে এক বৃদ্ধা

“ চিচিরি ” শাক কুটেছে বসে

নাতি তার হাতে লাকড়ি বেঁচে

কিছু কিনে ফিরে এলে

তবে হবে ভাত তরকারী রান্না ।

—O—

“ চিনি সাল ”

চিনি সাল

চিনি সাল

ফায়কা চিনি সাল ।

মনাক পাইখা নখা চাকসাখা

নখা কাঅ সাল ।

কায়কা চিনি সাল চিনি য়গমা সাল
‘তিনি’লে তঙথক হা নখা নায়থক
খাঅ রঙ কীতাল ।

কায়দি তাখু করগ কায়দি বুখু করগ
তাঙদি সীমাই ।

সীনাংলায়নাই সীনাংলায়নাই
ত্রিপুরা হা কীতাল ।

বাংলা অনুবাদ

‘মোদের দিন’

মোদের দিন মোদের দিন

এসো মোদের দিন ।

অঁধার অবসান আকাশ লালে লাল

সূর্যোদয় ওই

এসো মোদের দিন মুক্তি র দিন

আজ আনন্দ ভরা সুন্দর আকাশ ধরা

মনেতে নতুন রঙ ।

এসো এসো ভাই এসো এসো বোন

শশশ নেই সবাই ।

গড়রো মোরা মোরা গড়বোই

নতুন ত্রিপুরা আবার ।

—০—

“ লাংমা অঙথু ”

অঙথু—অঙথু ই লাংমা

সালনি কীচাক পিরমা,

য়গ রিনানি বরক রগ-ন

মনাক বিসিংগ থাঙমা ।

ই লাংমা অঙথু, কুস্পচামা কাসুনাই

সতিকজাকনাই-ন রিলাই খাতুঙ খাঙাই,

ই লাংমা অঙথু জাতিহদা তাকজাক বাকসা

খা রুমু কীরীই হামজামা ।

ই লাংমা অঙথু খা কীতাল কারি নাই

দুন দুরু কারজাক থাঙমা চবা বাচারি নাই,

ইলাংমা অঙথু হা রাজজ' কীতাল কায়াসা

খরাঙজাক থানসা রুচাবসা ।

বাংলা অনুবাদ

“ জীবণ হোক ”

হোক হোক এ জীবন

সূর্যের রক্তিম দীপ্তি ।

এনে দিতে মানুষের

আধার জীবন মুক্তি ।

এ জীবন হোক শোষণের প্রতিবাদ

নিপীড়িতে এনে দিতে আনন্দ স্বাদ

এ জীবন হোক জাতি সংহতি প্রতীক

হৃদয়ের অনাবিল শ্রীতি ।

এ জীবন হোক নব জীবনের প্রেরণা

সব সংশয় মুক্ত সংগ্রামী চেতনা,

এ জীবন হোক এক নতুন পৃথিবী

সদা মুখরিত সাম্যের গীতি ।

—O—

“মামিতা অসা”

লুকনি মামি মুন কু-কু কথা

মামিতা জরা ফায় কুকু কথা

বাঁখাঅ তঙথকমা পুপাকথা ;

মায়তাং বসগ সিয়ারি পানতায়

নাঙজাক থপসা থপনায়

বুকুং বালিক ললাইমা আহাই

কুঙনি সাতুঙ পিরমা কীলীয়

চাংরি বাংরি চাংখা ।

নখা খাঁরাংজিজি তলা তাঁই

বাঁখা বগলা কুফুর চুমুই

বাঁতাং বাঁতাং বদল বদল

বুরছে থাংলাই তঙখা ।

অ চুমুইবগ-ন নুগাঁই নুগাঁই

তঙজাঅ বাঁখা মুয়তুমানাই

আগিঅ আমা খুল্লরগ থলোই

নখোলা তনমানি কুংগাঁই ।

খুম হেংরা-ব বারখা ফুরসাই
নবার' সারাই মতস বাহায়
বাবু আমা সাত্ত রাজানি অসা
চিনি মামিতা ফায়কা কার্গাই ।

“নবান্ন দূর্গাপূজা”

পাক ধরেছে জুমের বিনি ধানে
নবান্ন সমাগত প্রায়
খুশীর তরঙ্গ মনে ।
ধানের শীষে বিন্দু বিন্দু শিশির
নাকের ন্যূনক দোলছে যেন
ঝলমল ভোরের নরম রোদে ।
নীল আকাশ তলে
উন্ননা'শ্র মেষ দলে
চলেছে সারি সারি যে কোথায় ।
দেখে ঐ মেষ দলে
মনে পড়ে যায়
আগে যে মা তুলো তুলে এনে
রাখতো স্তপে স্তপে অঙ্গনে ।
শুভ্র ভায় শেফালী ফুটেছে
সুগন্ধ ছাড়িয়ে বাতাসে
মা বাবা বলেছে রাজার দূর্গোৎসব
মোদের নবান্নের দিন ঘনিয়ে আসছে ।

ককতুন ”

আনি ই খাতাংমা ককতুন তিনি

রহকা নবারনি য়াকর্তাই,

ছুকমালি মতম বলঙ বেসের তাঁই

লামা থুকলুপ জাক মায় উম্মনদুই

হাচুক কেবেং সাকর্তাই লায়উই

থাংথু কবন বাইউই ।

আনি ই ককতুন বিসিং তাঁই চুমুই

নখা খাঁরাংজিজি সাগ ফুলাই

ভকমা কচামুঙ বাকরাং ফেহেলাই

থাংথু ভঙথক বিরাই ।

আনি ই ককতুন তাঁয়মা লিলাক রুকুংগ

কামি হাচুক তেই রাজাখর খম খম রগ

ক্ষেত লুক আউর হাচুক হাদগ

থাংথু হামজাক উউই ।

আনি ই ককতুন হা বানজি কীলায়

কাৰ্বাই কাৰ্বাই কাঁপালন' সোঁরাই

বুমা খানানি ইমাং কাঁখাঁরাং মকল

কথু নাযজামা স্পুঙবাই ।

আনি ই ককতুন লাংমা মানথাই সারাই

অকথুইজাকরগ-ন মায় ফাতিসা কান'চাকুই

খাঙমানি লামা কাঁতাল কাঁচাং কুমুগাই

খাঙরিথু খা থানসা খাঁলায়্যাই ।

বাংলা অনুবাদ

“ লিপিকা ”

আমাব এই মমতা মাথা লিপিখানি আজ
পাঠালেম বাতাসের হাতে,
বন মল্লিকালতার সুবাসের ফাঁক গলিয়ে
ঝোপ ঝাড় নুয়ে পড়া পথ বেয়ে
ডিঙিয়ে পাহাড়ে বাধা
যাক সে ভেসে ভেসে ।
আমার এই লিপিখানি মেঘের ভেতর গলিয়ে
আকাশ নীলিমা গায়ে মেখে
পাখীর গানের পাখা মেলে
আনন্দে যাকসে উড়ে উড়ে ।
আমার এই লিপিখানি নদীতরঙ্গ পাড়ে
পাহাড়ীয়া গ্রামে স্ফুটিত সহরে
ক্ষেত জুম মাঠ প্রান্তরে
যাক প্রণয় বৃষ্টি দিয়ে ।
আমার এই লিপিখানি বক্ষ্যামাটির কান্না
ভাগ্যকে দিয়ে অভিশাপ
চোখে সবুজ মাতৃহের স্বপ্ন
দিক পরিপূর্ণ আশা ।
আমার এই লিপিখানি জীবন প্রত্যাশা দিয়ে
ক্ষুধার্ত জনে অন্তত এক বেলার অন্ন দানে
বাঁচাবে নতুন প্রশান্ত পথ দেখিয়ে
বাঁচতে দিক সংহত চিত্ত ।

